চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 182 Friday, 2 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৮২ সংখ্যা ❋ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, শুক্রবার, ২ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সম্প্রতি খবরের উঠে আসে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকায় গঙ্গার বিষাক্ত জল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে শরবত, তৈরি হচ্ছে পাইস হোটেলের খাবার। এমনকি, কোথাও কোথাও পানীয় জল হিসাবেও ব্যবহার করা হচ্ছে তা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সাগরদিঘিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই মহিলা-সহ তিনজনের। বুধবার রাতে স্কুটারে করে দুই মহিলা ও এক যুবক নিজেদের গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ছাই বোঝাই ডাম্পার তাঁদের স্কুটারে ধাক্কা মারে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কখন যে কার হৃদয় কপাটে প্রেমের কড়াঘাত হবে কেউ জানে না। তেমনই ঘটল নামজাদা হলি তারকা লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিয়োর জীবনে। লন্ডনের এক নামী রেস্তরাঁয় গোপনে প্রবেশ করলেন। পিছনে এলেন এক জনপ্রিয় মডেল কন্যা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এই মরসুমই শেষ। তার পরেই ফরাসি ক্লাব প্যারিস সঁ জ্যাঁ ছাড়ছেন লিয়োনেল মেসি। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের কোচ ক্রিস্টোফ গালতিয়ে। প্যারিস ছাড়লেও মেসি কোন ক্লাবে যাবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলার কারও পয়সার অভাবে পড়া আটকাবে না, আমি গ্যারেন্টার মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ অর্থাভাবে কোনও ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা করা আটকাবে না। এ ব্যাপারে তিনিই গ্যারেন্টার হয়ে দাঁড়াবেন বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। সেই মঞ্চেই মমতা বলেন, ''আমি বেশ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। আমি তাদের বলছি, পয়সার জন্য কারও পড়াশোনা আটকাবে না। গ্যারেন্টার আমি।'' সেসব চিঠি তিনি ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবকে পাঠিয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর বহু এমন ছেলেমেয়ের কথা জানা যায়, যারা অভাবী অথচ মেধাবী। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় তাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাশে দাঁড়ায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কুলকিনারা না পেয়ে এই অভাবী মেধাবীরাই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে পেটের সন্ধানে বেরিয়ে পরে তারা। মমতা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে জানালে মুশকিল আসান হবে। মমতা এদিন এও জানিয়েছেন, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে দেড় হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। একুশের ভোটে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তেহারের অন্যতম মুখ্য বিষয়। যে কার্ডের মাধ্যমে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একজন ছাত্র বা ছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কম সুদে ঋণ নিতে পারেন। উচ্চশিক্ষা এখন খরচ সাপেক্ষ। নিম্নবিত্ত বাড়তে তা কার্যত মহার্ঘ। সেসব ভেবেই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা ঘোচাতে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে জিতে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই তা বাস্তবায়িতও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গোড়ার দিকে বহু ব্যাঙ্ক স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে লোন দিতে অনীহা দেখাচ্ছিল। সেক্ষেত্রেও নবান্ন তৎপর হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে একটা জায়গায় আনে। এ ব্যাপারে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা। এদিন আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, অর্থাভাব কখনও শিক্ষার অন্তরায় হবে না। এদিন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''পাস কোর্সে গ্র্যাজুয়েশন করবে, তাদের তিন বছর লাগবে। কিন্তু অনার্স যাঁরা করবেন, তাঁদের চার বছর লাগবে। ইউজিসি থেকে একটা নিয়ম করেছে। এর একটা সুবিধা আছে মাস্টার্সে একবছর লাগবে। এটা একটা অ্যাডভান্টেজও আছে। অন্যান্য রাজ্যগুলি যদি করে, আর আমরা যদি না করি তাহলে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''ব্রাত্যকে বলব শিক্ষা দফতরে একটা লেটার বক্স কর, যাঁরা টাকার অভাবে পড়াশোনা করতে পারছেন না, ওই বক্সটায় গিয়ে আবেদন পত্র জমা দিয়ে দেবেন। তোমরা দেখে ব্যবস্থা নেবে। গরমের যে তাপ, সেটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১৫ তারিখে আবার স্কুল খুলবে।''

নন্দলাল চুপ কেন?

কুস্তিগিরদের সমর্থনে ফের রাস্তায় নেমে মোদিকে নিশানা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ বুধের পর বৃহস্পতিও। আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সমর্থনে ফের রাস্তায় নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোষ্ঠ পাল মূর্তির পাদদেশে এদিন ক্রীড়া সংস্থাগুলি আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে মোমবাতি প্রজ্বলনের কর্মসূচি নিয়েছিল। সেখানেই বক্তৃতায় নাম না করে নন্দলাল বলে ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন মমতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাঁরা দেশের গর্ব, সেই কুস্তিগিররা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। তাও নন্দলাল চুপ কেন?'' গতকালই দক্ষিণ কলকাতার মিছিল থেকে রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংকে 'কালপ্রিট' বলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মমতা। এদিন তাঁকে 'বীরপুঙ্গব' বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, ''কালকে শুনলাম ওই বীরপুঙ্গব পদত্যাগ করেছেন। আজকে শুনলাম, করেননি।'' দেশের ক্রীড়া সংস্থার মাথায় বিজেপি নিজেদের লোক বসিয়ে দিচ্ছে বলেও এদিন অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতে এখন বিসিসিআইকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করেন অমিত শাহের ছেলে জয় শাহ। ভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এআইএফএফ-এর সভাপতি রয়েছে একুশের বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে মানিকতলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কল্যাণ চৌবে। যদিও কল্যাণ একসময়ে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। এদিন সবটাকে এক করেই মমতা দেখাতে চান, বিজেপি সব নিজের লোককে বসিয়ে রেখেছে। ব্রিজভূষণকে পকসো আইনে গ্রেফতার করা উচিত ছিল বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারিও মোদিকে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর কথায়, ''যখন সাক্ষী মালিক মেডেল জিতে এসেছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন। আজকে সেই তাঁদেরই পুলিশ দিয়ে মার খাওয়ানো হচ্ছে আর প্রধানমন্ত্রী নীরব হয়ে বসে রয়েছেন।'' মমতা এদিন আরও বলেন, ''আমার লজ্জা হচ্ছে এই ভেবে যে, বিশ্ব কুস্তি সংস্থা বলেছে যা চলছে তা যদি বন্ধ না হয় তাহলে ভারতের লাইসেন্স বাতিল করে দেবে। এটা দেশের লজ্জা।'' গোষ্ঠপাল মূর্তি থেকে মোমবাতি হাতে নিয়ে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত মিছিলে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডিএলএড-এ ভর্তি এখনই নয়, স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ রাজ্যের ডিএলএড-এ ভর্তি এখনই নয়, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি রাজ্যের ৬০০টি ডিএলএড কলেজে প্রায় ৩০ হাজার পড়ুয়াকে ভর্তির জন্য আবেদন করার জন্য পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই বিজ্ঞপ্তির ওপর ৯ জুন পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। গত ৩০ মে পর্ষদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৩ জুনের মধ্যে ডিএলএড-এ ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। পর্ষদ আরও জানায়, যাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে পারেনি সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য ৩০০০ টাকা করে দিতে হবে। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন সুকান্ত

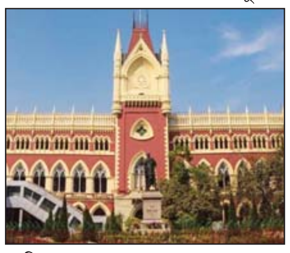

গুড়িয়া নামে এক ছাত্র। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, ডিএলএডে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে কেন এত তাড়া দিচ্ছে পর্ষদ? এত কম সময়ের মধ্যে কীভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে? বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। প্রসঙ্গত, ডিএলএড-এ অনলাইনে ভর্তি শেষ হয়েছিল আগেই। কিন্তু যাঁরা অফলাইনে ভর্তি হয়েছিল তাঁদের রেজিট্রেস্ট্রেশন আটকে যায়। প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ এই পরিপ্রেক্ষিতে, নির্দেশ দিয়েছিল, ৬০০টি কলেজ তাদের নিয়মিত পড়ুয়াদের উপস্থিতির যে খাতা সেটা নিয়ে পর্ষদকে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ বৈঠক করে। এরপরেই পর্ষদ তড়িঘড়ি নতুন করে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই বিজ্ঞপ্তির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট।

সংঘাত আরও চরমে!

রাজ্যের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ রাজ্যপালের, চরম বার্তা ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত এবার আরও চরমে! সূত্রের খবর, শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কথা না বলেই দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বুধবারই রাজভবনে একটি বৈঠক করেন রাজ্যপাল।

জানা গিয়েছে, শিক্ষা দফতরের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না সেখানে। সেই বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিয়োগ করা হল উপাচার্য। উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি রয়েছে রাজ্যের। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি বলেই অভিযোগ। আচার্যের এই একতরফা নিয়োগে শিক্ষা দফতর ক্ষুব্ধ বলেই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়েছে অমিতাভ দত্তকে, যিনি যাদবপুরের সহ উপাচার্য ছিলেন। অমিতাভ দত্ত সহ বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ অধ্যাপককে বুধবার রাজভবনের বৈঠকে ডেকেছিলেন রাজ্যপাল। তাঁরা উপাচার্য হতে ইচ্ছুক কি না, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। সদ্য বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরই তড়িঘড়ি এই বৈঠক করেন রাজ্যপাল। এর আগে রাজ্যপাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট তলব করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল শিক্ষা দফতর। আর এবার শিক্ষা দফতরকে না জানিয়ে নিয়োগ করে দেওয়ায় সংঘাত যে আরও চরমে পৌঁছল, তা বলার অপেক্ষা করে না। তবে শিক্ষাবিদদের একটা বড় অংশ মনে করছে, রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে প্রভাবিত হচ্ছে শিক্ষা। আর সেই নিয়োগের খবর নাকি সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রীর টুইট থেকেই স্পষ্ট, রাজ্যপালের সেই সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধিতা করছে রাজ্য। শিক্ষামন্ত্রী টুইটে দাবি করেছেন, উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছেন তিনি। শিক্ষা দফতরের সঙ্গে যেকোনও আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে কথাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, বর্তমানে রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগের যে নিয়ম আছে, এই নিয়োগ তার পরিপন্থী ও বেআইনি। এই নিয়োগের বিষয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষা দফতর কী পদক্ষেপ করবে, তা নিয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন ব্রাত্য। একইসঙ্গে যে সব অধ্যাপকদের এদিন উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের সেই নিয়োগ প্রত্যাখান করার অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'উচ্চশিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে সসম্মান অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যেন এই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেন।'

রেজিস্ট্রারদের ফোন উচ্চ শিক্ষা দফতরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, এটাই বোধহয় আপাতত রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের মূল কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কী অবস্থা, কী কী সমস্যা রয়েছে, এসব খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে রিপোর্ট তলব করে চিঠিও দিয়েছিলেন। আর এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের কাছে ফোন গেল শিক্ষা দফতর থেকে। সরাসরি উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে ফোন করে জানতে চাওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে। একদিকে যখন উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপাল একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে এই ফোন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত রাজনৈতিক মহলের। বুধবার রাজভবনে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে একটি বৈঠক হয়, যেখানে শিক্ষা দফতরের কোনও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি বলেই সূত্রের খবর। আর বৃহস্পতিবারই রেজিস্ট্রারদের ফোন করা হয়েছে দফতর থেকে।

সারা সপ্তাহে কী কাজ হচ্ছে, সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট আগেই চাওয়া হয়েছিল রাজ্যপালের তরফে। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে আচার্য হিসেবে সেই রিপোর্ট তলব করেছিলেন তিনি। সেই রিপোর্টের জবাব না পেয়ে বেশ কয়েকজন উপাচার্যকে শোকজও করা হয়েছিল রাজভবনের তরফে। শিক্ষা দফতরকে না জানিয়ে এভাবে উপাচার্যদের কাছে সাপ্তাহিক রিপোর্ট চাওয়া নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল শিক্ষামন্ত্রীর। দফতরকে না জানিয়ে কেন এমন সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছিলেন, ''এটা আইনি না বেআইনি, এটা করা যায় কি না, সে ব্যাপারে আইনি পরামর্শ নেব। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি।'' উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের পর দশম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বাদ পিরিওডিক টেবল-গণতন্ত্রও

নয়াদিল্লি, ১ জুনঃ বছরের শুরুতেই দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে 'ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব' বাদ দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ১৮০০-র বেশি বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ খোলা চিঠি লিখে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেইনিং বা এনসিইআরটি-র এই সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এবার, দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে বাদ পড়ল পিরিওডিক টেবল, গণতন্ত্র এবং শক্তির উৎসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও। এনসিইআরটি-র প্রকাশিত সাম্প্রতিক পাঠ্যবইগুলিতে, দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়গুলি আর পাবে না। শিক্ষার্থীদের উপর থেকে পাঠ্যসূচি বোঝা কমানোর অংশ হিসেবেই এই বিষয়গুলির সম্পূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে। আগেই এনসিইআরটি জানিয়েছিল, কোভিড-১৯-এর কারণে, শিশুদের উপর পড়াশোনার বোঝা কমাতেই পাঠ্যসূচিতে এই যুক্তিসঙ্গত কাট-ছাঁট করা হচ্ছে। কী কী অধ্যায় বাদ পড়ল? বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, পিরিওডিক ক্লাসিফিকেশন অব এলিমেন্টস, সোর্সেস অব এনার্জি এবং সাস্টেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এই তিনটি অধ্যায়। আর, ডেমোক্রেটিক পলিটিক্স-১-এর পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পপুলার স্ট্রাগলস অ্যান্ড মুভমেন্টস, পলিটিক্যাল পার্টিস এবং চ্যালেঞ্জেস অব ডেমোক্রেসি-র মতো অধ্যায়। তাহলে কি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানবে না শিক্ষার্থীরা? দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে এই বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হলেও, শিক্ষার্থীরা চাইলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। যদি তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার জন্য বাছাই করে, তবেই অবশ্য এই সুযোগ পাবে তারা। অর্থাৎ, যারা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে বিষয় হিসেবে রসায়ন বাছাই করবে, তারাই পিরিওডিক টেবল সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। কেন বাদ এই বিষয়গুলি? কোভিড-১৯-এর কারণে, শিক্ষার্থীদের উপর পড়াশোনার বোঝা কমাতে চায় এনসিইআরটি। তারা জানিয়েছে, কঠিন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলি পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভারতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে বিজ্ঞান পড়তে হয়। অর্থাৎ, সরকার মনে করছে যারা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে রসায়ন পড়বে না, তাদের পিরিওডিক টেবল জানার দরকার নেই। পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তনবাদ বাদ পড়ার পর, তা নিয়ে বিতর্কের মুখে এনসিইআরটি জানিয়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বোঝা কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা জানিয়েছিল, কেউ পড়তে চাইলে ওয়েবসাইটেই ডারউইনের তত্ত্ব উপলব্ধ রয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণিতে তাদের ফের ডারউইনের তত্ত্ব পড়তে হবে। তাই, বিষয়টি দুইবার পড়ার মানে হয় না।

'বিশ্বাস'ভঙ্গ করায় বাইরনের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুনঃ সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেস জোটের প্রতীকে জেতা বাইরন বিশ্বাসের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৌমশুভ্র রায় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি দিয়েছেন আইনজীবী। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বাইরন বিশ্বাসের বিধায়ক পদ খারিজ করা হোক। এই আবেদনে সাড়া না পেলে মামলা করা ছাড়া উপায় নেই বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী। সাম্প্রতিক বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণকে কিছুটা নাড়া দিয়েছে বাইরন বিশ্বাসের তৃণমূলের যোগদান। সাগরদিঘির উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২২ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। তিনি ছিলেন বিধানসভায় কংগ্রেসের একমাত্র মুখ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'সাগরদিঘি'কে মডেল করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঘুঁটি সাজাচ্ছিল বাম-কংগ্রেস জোট। কিন্তু তার আগেই বদলে গেল সমীকরণ। গত সোমবার ঘাটালে তৃণমূলের নবজোয়ারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ঘাসফুল পতাকা নেন বাইরন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, তাতে বাম-কংগ্রেস জোট যত না ধাক্কা খেয়েছে, তার থেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছেন সংখ্যালঘুরা। যাঁরা তাঁকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। একই দাবি করেছেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদারাও। বাইরন বিশ্বাসের দলবদলের পরই একটি বিষয় নিয়ে জলঘোলা তৈরি হয়। আদৌ তাঁর বিধায়ক পদ থাকবে কিনা।

এবার তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন আইনজীবী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমি বাংলার একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে চিঠিটা লিখছি। আমি সাগরদিঘির ভোটার নই। তবুও নিরপেক্ষ একজন রাজ্যবাসী হয়ে বলছি, বাইরন বিশ্বাসের বিধায়ক পদ খারিজ হওয়া উচিত। সাগরদিঘিতে ২.৩ লক্ষ বৈধ ভোট রয়েছে। তাঁদের মধ্যে উপনির্বাচনে ৭৩ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। বাইরন বিশ্বাস পেয়েছিলেন ৮৭,৬৬৭ ভোট।' আইনজীবীর বক্তব্য, কংগ্রেসের টিকিটে তিনি জিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তার প্রমাণস্বরূপ ভিডিয়ো ফুটেজও রয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি। আইনজীবীর আরও বক্তব্য, 'বাইরনকে এক পক্ষ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিধানসভায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দলবদলে তাঁরাই আজ প্রতারিত। সেক্ষেত্রে বাইরনের বিধায়ক পদ খারিজ না হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।' বিষয়টি উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি লিখেছেন তিনি। উল্লেখ্য, তৃণমূলের যোগ দেওয়ার পরই বাইরন বিশ্বাস চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, তাঁর জয়ী হওয়ার পিছনে কংগ্রেসের কোনও ভূমিকা নেই। তিনি নিজের ক্যারিশ্মায় জিতেছিলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যদি আবারও ভোট হয়, তিনি জিতে দেখাবেন। বিধায়ক পদ খারিজ হবে কিনা, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি বলেছিলেন, অ্যান্টি ডিফেকশন ল যদি অ্যাপ্লিকেবল হয়, তাহলে হবে। এটা তো স্পিকারের ব্যাপার। একটাই তো সিট, এখানে তো অ্যান্টি ডিফেকশন ল কার্যকরী নয়। প্রসঙ্গত, এর আগেও এইভাবেই বিজেপির টিকিটে জিতে দল বদল করেছিলেন মুকুল রায়, কৃষ্ণ কল্যাণী। তাঁদেরও বিধায়ক পদ খারিজ হয়নি।

সুকন্যার জামিনের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১ জুনঃ গরু পাচার মামলায় ধৃত অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আবেদন খারিজ করল রউজ অ্যাভিনিউ আদালত। এর আগে এই মামলার শুনানি হয়। বিচারক রঘুবীর সিং রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন। আজ সুকন্যার জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন তিনি। গরুপাচার মামলায় সুকন্যা মণ্ডলের তরফে আইনজীবী অমিত কুমার আজ আর্জি জানিয়েছিলেন, সুকন্যাকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করেছে। একই অভিযোগে অন্যরা জামিনে মুক্ত রয়েছেন। সেক্ষেত্রে সুকন্যাও একই মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুকন্যা অসুস্থ অস্ত্রপচারের প্রয়োজন রয়েছে বলেও আবেদনে জানান তাঁর আইনজীবী অমিত কুমার। প্রসঙ্গত, অনুব্রত মণ্ডল গত ৮ মে বলেছিলেন, ''সুকন্যা জামিনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন এখানে। ঈশ্বর যেন জামিনটা দিয়ে দেয়।'' কিন্তু ব্যর্থ হল কেষ্টর প্রার্থনা। গরুপাচার মামলায় সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

অভিষেকের কনভয়ে হামলায় ধৃতদের বাড়িতে শুভেন্দু, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১ জুনঃ অভিষেকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় ঝাড়গ্রাম ব্লকের গড় শালবনি গ্রামে ধৃত কুড়মি সমাজের তিন কর্মীর বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৬ মে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম থেকে লোধাশুলি যাওয়ার রাস্তায় গড় শালবনি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ে হামলা হয়। হামলা হয় রাজ্যের মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার গাড়িতেও। অভিষেকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় মোট ১০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার গড় শালবনি গ্রামে ওই ঘটনায় ধৃত মনমোহিত মাহাত, অনিত মাহাত ও অজিত মাহাতর বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁদের যাবতীয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। আইনি সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি ওই এলাকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, ''কলকাতার বড় লোকেরা জঙ্গলমহলের গরিব মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। কেউ দোষী হলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক পুলিশ। কিন্তু এখানে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের উপর অহেতুক অত্যাচার হচ্ছে। বাম আমলের শেষের দিকে একই রকমভাবে জনসাধারণের কমিটি এবং মাওবাদী বলে চিহ্নিত করে গরিব মানুষের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল। আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম। এবারও করব।''

৩৬ বছরের মধ্যে এবার শীতলতম মে মাস উপভোগ করল দিল্লি, সৌজন্যে অবশ্যই বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ বিগত ৩৬ বছরের মধ্যে এবার সবচেয়ে শীতলতম মে মাস উপভোগ করল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টিপাতের সৌজন্যে দিল্লির গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবার ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনায় খুশি দিল্লিবাসী। বৃহস্পতিবার দিল্লির নাগরিকবৃন্দ জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনটা হয়েছে। এমন আবহাওয়া আগে কখনও দেখিনি। এখন আমরা ভাবছি জুলাই ও আগস্টেও বৃষ্টি হবে।অপর এক নাগরিক জানিয়েছেন, আমি মে মাসে এমন আবহাওয়া আগে কখনও দেখিনি, এই প্রথম দেখছি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণে এমনটা হচ্ছে। আরও একজন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এই সব পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ গাছ কাটছে, দূষণ বেড়েছে এবং এই সব পরিবর্তন এরই ফল। এবারের মে মাসে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী দিল্লি। কখনও গরম, কখনও আবার মনোরম আবহাওয়ার সাক্ষী থেকেছেন দিল্লিবাসী।

নাইজেরিয়ার কাছে হেরে আর্জেন্টিনার বিদায়

আর্জেন্টিনা, ১ জুন ঃ নিজেদের মাঠে অঘটন ঘটালো আর্জেন্টিনা। স্বাগতিকরা বিশ্বকাপের শেষ ১৬র ম্যাচে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে গেল। এবারের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচেই দাপট দেখিয়ে জয় পেয়েছিল মেসি-মারিয়াদের শিষ্যরা। কোয়ার্টার ফাইনালে এসে হেরে গেল নাইজেরিয়ার কাছে। এর আগে দুই দলের দু'বারের মুখোমুখি দেখাতে জয় ছিল না নাইজেরিয়ার। গোলশূন্যভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মরিয়া আর্জেন্টিনা রক্ষণভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় কিছুটা। সেই সুযোগ নিতে ভুল করেনি নাইজেরিয়ানরা। ৬১ মিনিটে আদেনিরানের পাস থেকেই জালে বল জা।ন বেজি মুহাম্মদ। এরপর

খোলামেলা পোশাক পরে কাজ খোয়ালেন আইটেম শিল্পী,প্রতিবাদে রাস্তায়

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃ আইটেম সঙ গাওয়ার জন্যে কয়েকমাস আগে নীতি পুলিশের আক্রমনে হেনস্থা হতে হয়েছিল সোদপুরের দুই মহিলা শিল্পীকে। এমনকি দুষ্কৃতিরা রডের বাড়ি দিয়ে তাদের মাথা ফাটিয়ে দেয়। এবার সেই শিল্পীরাই কাজ খোয়ালেন খোলামেলা পোশাক পরে অনলাইনে পোষ্ট দেওয়ার জন্যে। এমনকি বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় তাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের দুই মহিলা শিল্পী ও উঠতি মডেল শ্রী ভদ্র এবং সন্নতি মিত্র।এর প্রতিবাদে তারা নিউটাউনের রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করেন হাতে পোস্টার নিয়ে। শ্রী ভদ্র জানান, ২০১৭ সালে মিস কলকাতা হয়েছিলেন। তারপর থেকে কয়েকটি অনলাইন সংস্থায় কাজ করছেন। তার বান্ধবী সন্নতি মিত্রও এই সংস্থাতেই কাজ করছিলেন। গত শনিবার হঠা করেই তারা যে অনলাইন বিজনেস অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিক্রি করতেন সেখান থেকে নোটিশ পাঠানো হয়। এবং বরখাস্ত করা হয় কাজ থেকে।তাদের অপরাধ খোলামেলা পোশাক পরে একটি পোস্ট করা।' তিনি বলেন, বিনোদন জগতে থাকার জন্য তাদের প্রয়োজন মতো নানা ফ্যাশানেবেল ও স্টাইলিস্ট পোশাক পরতে হয়। তার জন্য অনেক সময়.সমাজ ও আত্মীয়. পরিজনের কাছ থেকেও নানা কটূক্তি শুনতে হয়েছে। অথচ সেই মানুষ গুলোকেই দেখা গেছে টিভিতে বা সিনেমাহলে খোলামেলা আইটেম সঙ দেখে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে। তিনি বলেন,ঘরে বসে অনেক কেঁদেছি আর নিজের মনকে বুঝিয়েছি। ধনী তারকা বা তারকা পুত্রকন্যাদের পোশাক নিয়ে মানুষের আপত্তি নেই। অথচ তাদের মতো স্ট্রাগেলিং আর্টিস্টরা কিছু করলে আপত্তি। সন্নতি মিত্র জানান, যেই অনলাইন সংস্থাগুলি তাদের নোটিশ পাঠিয়েছে সেই সংস্থাগুলিই উরফি জাভেদ বা রণবীর সিংহ এর ছবিতে কখনোই কোনো আপত্তি খুঁজে পান না। তারা অপ্রতিষ্ঠীত স্ট্রাগেলিং শিল্পী তাই তাদের রুটি রুজি ছিনিয়ে নেওয়া অনেক সহজ। তিনি বলেন, 'আমরা কখনো এভাবে আটকে থাকবো না।' তাই ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েও এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চলবে।

৪ জুলাই এসসিও কাউন্সিলের ২২-তম শীর্ষ সম্মেলন, মোদীর পৌরহিত্যে ভার্চুয়ালি বৈঠক হবে

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃআগামী ৪ জুলাই সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) কাউন্সিল অফ হেডস অফ স্টেটের ২২ তম শীর্ষ সম্মেলন। গুরুত্বপূর্ণ এই সম্মেলনের পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সদস্য দেশগুলির নেতাদের বৈঠকটি ভার্চুয়াল ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। এই বছর এসসিও-র সভাপতিত্ব ভারতের হাতে রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, এসসিও-র ২২তম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে চিন এবং পাকিস্তান। সদস্য দেশগুলির পাশাপাশি ইরান, বেলারুশ এবং মঙ্গোলিয়াকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মোদীর সভাপতিত্বে আয়োজিত ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে। এসসিও ঐতিহ্য অনুসরণ করে অতিথি দেশ তুর্কমেনিস্তানও ডাক পেয়েছে। প্রসঙ্গত, এসসিওর ৮টি সদস্যরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার বাস। পৃথিবীর মোট ৩০ শতাংশ জিডিপি এই দেশগুলির নিয়ন্ত্রণে। গত বছরের ডিসেম্বরে উজবেকিস্তানের সমরকন্দে সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন মোদী।

মণিপুর হিংসায় তদন্ত কমিটি গঠন কেন্দ্রের, অমিত শাহ বললেন কারও কাছে অস্ত্র মিললেই কঠোর ব্যবস্থা

ইম্ফল, ১ জুন ঃউত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অধীনে হিংসাত্মক ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। বৃহস্পতিবার মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, বিগত এক মাস ধরে মণিপুরে কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। হিংসায় যারা নিজেদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা প্রকাশ করছি। আমি বিগত ৩ দিনে মণিপুরের ইম্ফল, মোরে এবং চুরাচাঁদপুর-সহ বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছি এবং রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে

বৈঠক করেছি। আমি মেইতি এবং কুকি সম্প্রদায়ের সিএসও-দের সঙ্গে দেখা করেছি। অমিত শাহ আরও বলেছেন, হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অধীনে এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। নাগরিক সমাজের সদস্যদের নিয়ে একটি শান্তি কমিটির নেতৃত্ব দেবেন মণিপুরের রাজ্যপাল।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনার তদন্তে বেশ কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে। ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এমন ৬টি হিংসাত্মক ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের সিবিআই তদন্ত হবে। তদন্ত যাতে সুষ্ঠু হয় তা আমরা নিশ্চিত করব। অমিত শাহের কথায়, মানুষকে সাহায্য করতে এবং রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং অন্যান্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব এবং যুগ্ম পরিচালক স্তরের আধিকারিকরা মণিপুরে উপস্থিত থাকবেন। অমিত শাহ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেছেন, মণিপুর সরকার ডিবিটি-র মাধ্যমে মৃতদের পরিজনদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারও ডিবিটি-এর মাধ্যমে মৃতদের আত্মীয়দের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, মণিপুরে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য মণিপুরে ২০ জন ডাক্তার-সহ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের ৮টি টিম সরবরাহ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৫টি টিম ইতিমধ্যে এখানে পৌঁছেছে এবং অন্য ৩টি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে। তিনি জানান, শিক্ষা আধিকারিকরা রাজ্যে পৌঁছবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা আলোচনা করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী অনলাইন শিক্ষা ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য মণিপুরের নাগরিকবৃন্দে কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ভুয়ো খবরে কান না দেওয়ার জন্য আমি মণিপুরের নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করছি। যদি কেউ সাসপেনশন অফ অপারেশনস চুক্তি লঙ্ঘন করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অস্ত্র বহনকারীদের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে চিরুনি তল্লাশি শুরু হবে এবং কারও কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আরও নতুন সাত জেলা তৈরিতে উদ্যোগী হতে নির্দেশ প্রশাসনকে

কলকাতা, ১ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আসার পর থেকেই রাজ্যের জেলাগুলিকে প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে আরও ছোট করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার প্রস্তাবিত নয়া সাত জেলার রূপায়ণে আরও গতি আনতে নির্দেশ দিলেন তিনি।সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরই দেশে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার আগেই চলতি বছরেই বাংলা পেতে চলেছে ৭টি নয়া জেলা। বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সেখানকার সভাঘরের এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে জেলার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রশাসনকে জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। ওই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময় এই বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।সূত্রের খবর, জেলার সংখ্যা বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে মনে করেন অকে। মানুষ হাতের কাছেই পাবেন বিভিন্ন উন্নত পরিষেবা। কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী এই কারণগুলি তুলে ধরেই জেলার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন বলেই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।বাম আমলে মেদিনীপুর ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জন্ম হয়েছিল। আবার পশ্চিম দিনাজপুর ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলারও জন্ম হয় বাম আমলেই। সেই হিসাবে দেখতে গেলে বাম জমানায় নয়া জেলার জন্ম সংখ্যা ৪।মমতার আমলে কিন্তু রাজ্যে নতুন জেলা তৈরির সংখ্যা বেশ বাড়তে চলেছে। আগেই জলপাইগুড়ি ভেঙে আলিপুরদুয়ার জেলা তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং থেকে আলাদা করে করে কালিম্পংকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান ভেঙে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৈরি হয়েছে। আবার পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রামকে আলাদা করে পৃথক জেলা গড়া হয়েছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে রাজ্যে নয়া ৫টি জেলা তৈরি হয়েছে। এবার সেই সংখ্যা একলাফে ১২ হতে চলেছে। ২০২২ সালের ২ আগস্ট এই নতুন ৭টি জেলা তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। প্রস্তাবিত জেলাগুলি হল-উত্তর ২৪ পরগনা থেকে বসিরহাট মহকুমাকে আলাদা করে পৃথক বসিরহাট জেলা এবং বনগাঁ মহকুমাকে আলাদা করে পৃথক ইচ্ছামতী জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে ভেঙে পৃথক সুন্দরবন জেলা, বাঁকুড়া ভেঙে পৃথক বিষ্ণুপুর জেলা। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা ভেঙে ৩টি পৃথক জেলা গড়া হচ্ছে। এগুলি হল জঙ্গিপুর, বহরমপুর ও কান্দি।আরও কিছু নতুন জেলা সৃষ্টির প্রস্তাব আগামী দিনে আসে কি না, সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। আপাতত ঠিক হয়েছে বসিরহাট, ইচ্ছামতী, কান্দি ও জঙ্গিপুর জেলায় ১টি করেই মহকুমা থাকবে। ডোমকল, বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমা থাকবে বহরমপুর জেলার মধ্যে। সোনামুখীকে পৃথক মহকুমার মর্যাদা দেওয়া হতে পারে ও তা বিষ্ণুপুর জেলার মধ্যে থাকবে। এর বাইরে আমতা ও গড়বেতাকে পূর্ণাঙ্গ মহকুমার স্বীকৃতি দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

দৈনিক সংক্রমণ কমেই চলেছে ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ৩,৯২৫, করোনায় মৃত্যু দু'জনের

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৮৮ জন, এই সময়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,৯২৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু'জনের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৭২ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৫,০৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৩১৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,১১,৮৬৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ৩১ মে সারা দিনে ভারতে ১,০৩,৭৩৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কুস্তিগিরদের হেনস্তার প্রতিবাদে দেশজুড়ে ফের প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক কৃষক নেতাদের

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ রাজধানী দিল্লির বুকে জাতীয় কুস্তিগীরদের আন্দোলন প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এখনও তাঁদের দাবিতে অনড় কুস্তিগীররা। এরই মধ্যে দিল্লি পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার উপযুক্ত প্রমাণ নেই। সূত্রের খবর, এইসব ইস্যুতেই বৃহস্পতিবার আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে সাক্ষা করতে চলেছেন কৃষক নেতারা। এবং সেই আলোচনায় উঠে আসতে পারে ১০টি ইস্যুও।ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (বিকেইউ) বলেছে, কুস্তিগীরদের প্রতিবাদ নিয়ে আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরে একটি বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেইউ নেতা নরেশ টিকাইত বলেন, মহাপঞ্চায়েতে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাব রাজস্থান এবং দিল্লি থেকে বিভিন্ন খাপের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি এবং তাদের প্রধানরা অংশ নেবেন।মঙ্গলবার ভারতের কিছু সেরা কুস্তিগীরকে গঙ্গায় তাদের পদক নিমজ্জিত না করার জন্য টিকাইত মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। অলিম্পিক পদক বিজয়ী সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া, এবং এশিয়ান গেমসের স্বর্ণপদক বিজয়ী ভিনেশ ফোগাট মঙ্গলবার হরিদ্বারে গিয়ে. ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে তাদের পদক নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। কৃষক নেতাদের বুঝিয়ে পুলিশকে পাঁচ দিনের সময় দেওয়ার পর তারা তা থেকে বিরত থাকেন।

বৃহস্পতিবারেও অপরিবর্তিত রয়েছে ডিজেল ও পেট্রোল জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও বৃহস্পতিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৩ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি

আইনমন্ত্রী ও জজসাহেবের নামে বিচারপ্রার্থীর পরিবারের কাছে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সরকারি আইনজীবির বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর, ১ জুন ঃ বিচারাধীন বন্দিদের জমিন করে দেওয়ার নামে, আইনমন্ত্রী ও বিচারপতির নামে খয়রাতি নেওয়ার অভিযোগ উঠল সরকারি আইনজীবির বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত জামিন না হওয়ায় খয়রাতি দেওয়া টাকা ও সরকারি আইনজীবির শাস্তির দাবীতে রাজ্যপালের দারস্ত হল বিচারপ্রার্থী পরিবার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দুর্গাপুরের লাউদোহার। বুধবার ঘটনার তদন্তে দুর্গাপুরে অভিযোগ কারীদের সঙ্গে কথা বললেন জয়েন্ট লিগাল রিমেমব্রান্সার। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রসঙ্গত, গত ২০১৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লাউদোহার আমদহি গ্রামে ঈদের নামাজ পড়ে বেরতোই দুস্কৃতীদের গুলিতে খুন হয় শেখ আমিন নামে এক কয়লা মাফিয়া। তার সঙ্গে শেখ মুজাহার নামে আরও একজন গুলিতে জখম হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে, কয়েকদিন পর তারও মৃত্যু হয়। আমিনের দেহে ১৬ টা গুলি লাগে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ১১ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। তার মধ্যে ৩ জন হাইকোর্টে জামিন পায়। বাকি শেখ সানিউল ওরফে সানাই, শেখ শাকিবুল, শেখ কাশেম, শেখ নুরুল হোদা, শেখ জাহাঙ্গীর, শেখ জনিয়ুল, বাবর আলী, শেখ শাহজাহান সহ ৮ জন গ্রেফতার হয়। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ড বিধির ১২০ বি, ৩০২ ও ৩৪ এবং আদালতের নির্দেশে বিচারাধীন তারা বন্দি ছিল। গত মার্চ মাসে তাদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক প্রিয়ব্রত দত্ত (ADJ ২) এজলাসে এদিন বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। জামিনে থাকা পার্থ চ্যাটার্জি, লোকেশ সিং,সেখ সাইফুল কে বেকসুর খালাস করে আদালত। বাকি ৮ জন অভিযুক্তকে দোষী সাবস্ত করে যাবজ্জীবন কারদন্ডের সাজা ঘোষনা হয়। সাজা ঘোষনার পরই আদালত চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবারের লোকজন। সরকারি আইনজীবিকে দেখে ক্ষোভ উগরে দেন উত্তেজিত পরিবারের মহিলারা। তাদের অভিযোগ বিচারপ্রার্থীদের জামিন করে দেওয়ার নামে ২০ লক্ষ টাকা নিয়েছে সরকারী আইনজীবি দেবব্রত সাঁই। শুধু তাই নয়। তার সঙ্গে জজসাহেবের নামে ১ লক্ষ টাকার মোবাইল। জামিন না হওয়ায় ওই টাকা ফেরতের দাবীতে সরব হয় বিচারপ্রার্থী পরিবার। গোটা বিষয়টি লিখিত ভাবে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করে বিচারপ্রার্থী পরিবার গুলেনুর বিবি। অভিযোগে গুলেনুর বিবি বলেন, ৮ জনই আমার পরিবারের। তাদের জামিন করার জন্য সরকারি আইনজীবি দেবব্রত সাঁই আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের নাম করে ২০ লক্ষ টাকা নগদ দফায় দফায় নিয়েছে। আমার সঙ্গে মা-বেটার সম্পর্ক পাতিয়ে ছিল। বাি‍ির সোনার গহনা, জমি, জায়গা বিক্রি করে ওই টাকা দিয়েছি। যতবার দেবব্রত সাঁইয়ের দুর্গাপুর করঙ্গপা।ায় বাি‍িতে গিয়েছি, ততবার দেশী মুরগীর ডিম, মাছ, দুধ, মিষ্টি সবজি নিয়ে যেতাম। আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল পরিবারের সবাইকে জামিন করিয়ে দেবে। তাঁর বাি‍ির সিসিটিভি যাচাই করলেই সব সত্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু জামিন করাতে পারেনি। আমাদের সঙ্গে প্রতারনা করেছে। তাই ওই টাকা ফেরত চাইছি। তিনি আরও বলেন, দেবব্রত সাঁই আমাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। আরও অনেকের কাছে পুলিশ, আইনমন্ত্রী, জজসাহেবের নাম করে বিপুল পরিমানে টাকা নিয়েছে। তাই দেবব্রত সাঁই' য়ের শাস্তি চাইছি। এদিকে সরকারি আইনজীবি এহেন ঘুষকান্ড চাউর হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। জানা গেছে, দেবব্রত সাঁই দুর্গাপুর বার কাউন্সিলারের দায়িত্ব রয়েছেন। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার। স্বভাবতই এরকম অভিযোগ শোরগোল প।ছে আইনজীবি মহলে। বুধবার ঘটনার তদন্তে দুর্গাপুরে আসেন রাজ্য জয়েন্ট লিগাল রিমেমব্রান্সার। এদিন দুর্গাপুর এডিডিএ গেস্ট হাউসে অভিযোগকারী গুলেনুর বিবি সহ বিচারপ্রার্থী পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, গোড়া থেকে বলে আসছি বিষয়টা তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তে এখনই আশা প্রকাশ করছি না। কারন সরকারি আইনজীবির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারি আইনী বিভাগ তদন্ত করছে। তাই কতটা নিরপেক্ষ হবে, তাতে সন্দেহ রয়েছে। তবে তদন্তের গতি প্রকৃতির উপর নজর রাখছি। যদিও এবিষয়ে দেবব্রত সাঁইয়ের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও পুষ্প কমল, ভারত ও নেপালের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'। বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হন মোদী ও দাহাল, ভারত ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী কুশল বিনিময় করেন। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন তাঁরা। ৪-দিনের সফরে বুধবার বিকেলেই ভারতে এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড'।সফরের দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পতিবার সকালে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। এরপর হায়দরাবাদ হাউসে মোদীর সঙ্গে মিলিত হন। পরে পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন মোদী ও দাহাল। দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর এটি দাহালের প্রথম ভারত সফর। একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে ভারত সফরে এসেছে।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

জম্মু, ১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল একজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু, সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গুলি করে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীকে নিকেশ করেছে বিএসএফ। জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার ঘটনা।বৃহস্পতিবার সকালে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায়, নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারী। আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই বিএসএফ জওয়ানরা প্রথমে সতর্ক করেন ও তারপর গুলি চালান, পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ফের সস্তা, গৃহস্থের রান্নার গ্যাসে এবারও কোনও পরিবর্তন নেই

নয়াদিল্লি, ১ জুনঃ চলতি মাসেও গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দামে স্বস্তি পেলেন না সাধারণ মানুষ। তবে, জুন মাসের শুরুতেই বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম অনেকটাই কমেছে, একধাক্কায় কমানো হয়েছে ৮৩.৫০ টাকা। রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমে হয়েছে ১,৭৭৩ টাকা।দিল্লির পাশাপাশি দেশের অন্যত্রও ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমেছে। দাম কমার পর কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের মূল্য ১৮৭৫.০০ টাকা, মুম্বইয়ে ১,৭২৫ টাকা ও চেন্নাইয়ে ১,৯৩৭ টাকা। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকমাস ধরে বেশ কয়েকবার বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ওঠানামামা করলেও, গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম কমেনি। এবারও গৃহস্থের রান্নার গ্যাসে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

লোকসভার সদস্যপদ খারিজ বিশাল সুযোগ দিয়েছেঃরাহুল গান্ধী

ক্যালিফোর্নিয়া, ১ জুন ঃ লোকসভার সদস্যপদ খারিজ তাঁকে বিশাল সুযোগ দিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ভারতীয় পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় রাহুল গান্ধী বলেছেন, তিনি কখনও কল্পনাও করেননি যে লোকসভা থেকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হওয়া সম্ভব। একইসঙ্গে রাহুল জোর দিয়ে বলেছেন, লোকসভার সদস্যপদ খারিজ তাঁকে জনগণের সেবা করার জন্য একটি বিশাল সুযোগ দিয়েছে।রাহুল গান্ধী এখন আমেরিকা সফরে রয়েছেন, বুধবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের একাধিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন রাহুল। উল্লেখ্য, ওয়ানাড (কেরল)-এর সাংসদ মোদী পদবি মন্তব্যের জন্য ২০১৯ সালের একটি ফৌজদারি মানহানির মামলায় সুরাটের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে এই বছরের শুরুতে লোকসভার সদস্যপদ

হারিয়েছেন।রাহুল গান্ধী বলেছেন, তিনি যখন ২০০০ সালে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি কখনই কল্পনা করেননি যে কোনও দিন তাঁর সঙ্গে এমনটা হবে। তিনি রাজনীতিতে যোগদানের সময় যা ভেবেছিলেন, আর এখন যা দেখছেন তা সব কিছুর উর্ধ্বে। লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হওয়া সম্পর্কে রাহুল উল্লেখ করেন, তিনি কল্পনাও করেননি যে এরকম কিছু সম্ভব। রাহুলের কথায়, আমি মনে করি নাটকটি সত্যিই শুরু হয়েছিল, প্রায় ছয় মাস আগে। আমরা সংগ্রাম করছিলাম। ভারতের সমস্ত বিরোধী দল লড়াই করছে। বিশাল আর্থিক আধিপত্য। আমরা আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের জন্য লড়াই করছি।

কেরলে আলাপ্পুঝা-কান্নুর এগজিকিউটিভ এক্সপ্রেসে আগুন, এফআইআর রুজু করল জিআরপি

কান্নুর, ১ জুন ঃ কেরলের কান্নুর রেল স্টেশনে আগুন ধরে গেল একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে, অল্প সময়ের মধ্যে ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগিতে আগুন ধরে যায়। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলাপ্পুঝা-কান্নুর এগজিকিউটিভ এক্সপ্রেসে। দক্ষিণ রেলওয়ে জানিয়েছে, কান্নুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আলাপ্পুঝা-কান্নুর এগজিকিউটিভ এক্সপ্রেস, ভোররাত ১.২৫ মিনিট নাগাদ একটি বগিতে আগুন লেগে যায়। ট্রেনটি কান্নুর রেল স্টেশনের কাছে থামানো ছিল। বগিটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিভিয়েছে।দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম এবং ভারত পেট্রোলিয়াম জ্বালানী ডিপো থেকে কয়েক মিটার দূরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। আরপিএস কান্নুরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ট্রেন থেকে সমস্ত যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছিল এবং তাই কেউ আহত হয়নি। রেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মনে করা হচ্ছে এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে দুষ্কৃতীদের হাত থাকতে পারে। এফআইআর রুজু করেছে জিআরপি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেনসিক দল।

নামখানা ব্লকের মৌশুনী দ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য সচেতন শিবির

তাপস পাল, নামখানাঃরক্তের ঘাটতি এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যে এক স্বাস্থ্য সচেতন শিবিরের আয়োজন হয় নামখানা ব্লকে। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের মৌশুনী দ্বীপের আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস এবং সফল শাখা সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় এবং কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রচেষ্টায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূল কর্মী সহদেব মাইতি, উপস্থিত ছিলেন মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রামকৃষ্ণ মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব বিশ্বজি নাইয়া, তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুশীল পাত্র এবং কায়েম খান, সমাজকর্মী শারফাত খান সহ সমস্ত বুথের

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২জুন শুক্রবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮ টা ২০ মিনিট এবং রাত৮-টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন।শুভদিন।
বৃষভ রাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। বিবাহের যোগ।
মিথুন রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
সিংহ রাশিঃপরিবারের সদস্যদের সাথে দূরত্ব অতিক্রম করার মাধ্যমে- আপনি সহজেই আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন
কন্যা রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তবে অর্থ পরিচালন এবং সঞ্চয়হবে
তুলা রাশিঃবন্ধুরা সন্ধ্যেবেলার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পরিকল্পনা করে আপনার দিনটি উজ্জ্বল করে তুলবে। সংসারে শান্তি আসবে।
বৃশ্চিক রাশিঃনিজে নিজে ওষুধ খাবেন না কারণ এতে ওষুধ নির্ভরতা বাড়ে। সাময়িক ঋণের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।
ধনু রাশিঃআপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে অন্যথায়.ক্লান্তি আপনার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। অর্থ সঞ্চয়
মকর রাশিঃআপনার পেশী গুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন।
কুম্ভ রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে

সব প্রকল্প এক পোর্টালে, নাম সোস্যাল রেজিস্ট্রি সিস্টেম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে জয় বাংলা প্রকল্পের মতো রাজ্য সরকারের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য অভিন্ন পোর্টাল আনছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। প্রস্তাবিত পোর্টালের নাম দেওয়া হচ্ছে সোস্যাল রেজিস্ট্রি সিস্টেম। এটি চালুর লক্ষ্য হল, এক ব্যক্তি রাজ্য সরকারের একই ধরনের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা যাতে না পান। পাশাপাশি এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না, এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা। এর জন্য রাজ্য সরকার আধার কার্ড নম্বরকে হাতিয়ার করতে চাইছে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই এই নয়া পোর্টাল আত্মপ্রকাশ করবে। নিয়ন্ত্রণ করবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। রাজ্যের সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীর নামের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণের কাজ প্রায় শেষ। এখন এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি বিভিন্ন দফতরের অধীনে রয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, প্রতিবন্ধী পেনশন, প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের বৃত্তি প্রকল্পগুলি নারী ও শিশুকল্যাণ দফতের অধীনে চালু রয়েছে। আবার

অনগ্রসর কল্যাণ দফতর শিক্ষাশ্রী ও মেধাশ্রী বৃত্তি দেয়। সংখ্যালঘু দফতরের আবার ঐক্যশ্রী বৃত্তি রয়েছে। সংখ্যালঘুদের সিংহভাগই এখন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর মধ্যে পরে। তাদের পোর্টালেই এই প্রকল্পগুলির তথ্য মেলে। ফলে অনেক সময়েই নজরে আসছে, এক ব্যক্তি সংখ্যালঘু বৃত্তি পাচ্ছে, আবার একই সঙ্গে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর বৃত্তিও পাচ্ছে। দুই বৃত্তি এক ব্যক্তির পাওয়ার কথা নয়। আবার কেউ বিধবা ভাতা নিচ্ছেন, একই সঙ্গে বয়স্ক ভাতা নিচ্ছেন। এই ত্রুটি দূর করতে রাজ্য সরকার সমস্ত দফতরের অধীনে থাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে সোস্যাল রেজিস্ট্রি সিস্টেম চালু করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এতথ্যকে ভিত্তি করেই রাজ্যের অর্থ দফতর এবার থেকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরসারি টাকা পাঠিয়ে দেবে। তাই এর পর থেকে সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনও ভূমিকা থাকবে না। খাদ্যসাথীর তথ্যকে ভিত্তি করেই এই নয়া তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্যে প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষের ডিজিটাল রয়েছে। ৯৭ শতাংশ রেশন কার্ডের সঙ্গে আবার আধার সংযোগ রয়েছে। ফলে এই নয়া পোর্টালের পক্ষেও সহজ হবে এক ব্যক্তি কতগুলি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে, তা জানার। পেলে তার সঙ্গে কথা বলে একই ধরনের দুটি সুবিধার বদলে একটি স্থির করে বাকিগুলি বাতিল করা সহজ হবে। আবার প্রকৃত গরিব মানুষের যাদের রেশন কার্ড রয়েছে, অথচ কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ পান না এমন নাগরিক চিহ্নিত করে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে।

ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর পুনরুদ্ধার বসিরহাটে উপস্থিত বিধায়ক ও পৌরসভার চেয়ারপার্সন

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমি রক্ষার্থে উদ্যোগী প্রশাসন। দুসপ্তাহে দুটি ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর পুনরুদ্ধার বসিরহাটে। গত সপ্তাহে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের চৌমাথা এলাকায় বালি দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়া যাওয়া একটি পুকুরের বালি তুলে পুকুরটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করে বসিরহাট পৌরসভা। বসিরহাটের চেয়ারপার্সনের উপস্থিতিতে শুরু হয় কাজ। গত সপ্তাহের পর ফের আরো একটি ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুরকে পুনরায় পুকুরে অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগ নিলো বসিরহাট পৌর প্রশাসন। সম্প্রতি বসিরহাট পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া এলাকায.বহু পুরনো একটি পুকুর বালি ফেলে ভরাট হয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পারে বসিরহাট পৌরসভা। বসিরহাট পৌরসভার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে

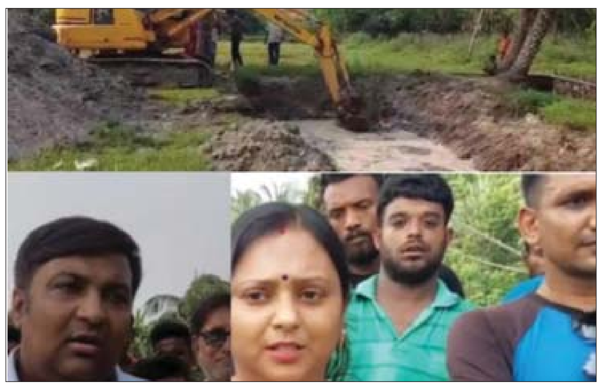

বৃহস্পতিবার সেই ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর পুনরায় খননকার্য শুরু করল পৌরসভা। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি ও বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্রের উপস্থিতিতে শুরু হলো পুকুর পুনরুদ্ধারের কাজ। বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জী জানান,কিছু দিন আগে কিছু মনুষের লোভ চরিতার্থ করার জন্য কয়েকজন এখানকার একটি জলাজমিকে অবৈধভাবে ভরাট করে, মাঠে রুপান্তরিত করে। এলাকাবাসীর উদ্দ্যেশ্যে তিনি বলেন,পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরার জন্য জলাশয়ের অপরিসীম গুরুত্ব আছে,এবং আইনের দিক থেকেও জলাশয় ভরাট করাটা একটা অপরাধ,সেখান থেকে বিরত থাকুন।এবং যারা আগামীদিনে এই সমস্ত ভাবনা চিন্তা করছেন তারা সাবধান হন।এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ সহ্য করা হবেনা বলে স্পস্ট বার্তা দেন বিধায়ক। বসিরহাটের চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র জানান,এলাকার মানুষের কাজ থেকে তারা বিষয়টি অবগত হয়েছেন, যে স্থানটি ভরাট করা হয়েছে সেখনে আগে পুকুর ছিলো পরবর্তীতে সেটা ভরাট করা হয়।সেটাকেই আবার ব্যাবহারের উপযোগী করে তোলা হলো। একাজে স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর রানা দাশের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি।তার কথায় গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে যে পুকুর ভরাট হয়েছে সেই সেই পুকুর পুনরুদ্ধার করা হবে।সেখানে না হলেও অন্যত্র পুকুর খুঁড়ে দিতে হবে। আইন অনুযায়ী একটি গাছের বদলে পাঁচটি গাছ যেমন পুঁতে দিতে হয়, একটি পুকুর বোজাতে গেলে সমপরিমন পুকুর খুঁড়ে দিতে হবে-আমরা সেই পথেই হাঁটছি জানান অদিতি মিত্র।

‘হর ঘর ধ্যান’ কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১ জুন ঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের ২য় পর্বের অংশ হিসাবে, আর্ট অফ লিভিং এর পৃষ্ঠপোষকতায় ২৯ মে ২০২৩ থেকে ১লা জুন ২০২৩ পর্যন্ত ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, ফেয়ারলি প্লেসে হর ঘর ধ্যান শীর্ষক একটি ধ্যান কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে ২৯.৫.২০২৩ তারিখে ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে মেডিটেশন ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন। পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরে আয়োজিত ‘হর ঘর ধ্যান’ অধিবেশনটি অংশগ্রহণকারীদের মানসিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করে, ধ্যানের একটি সহজ এবং সহজে গ্রহণযোগ্য অনুশীলনের প্রবর্তন করে এবং শারীরিক মাধ্যমে স্বউন্নতির ক্রমাগত যাত্রার জন্য দরকারী সামগ্রী সরবরাহ করে। এবং মানসিক সুস্থতা। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী এস আর ঘোষাল, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের সমস্ত প্রিন্সিপাল অফিসার এবং সমস্ত স্তরের কর্মীরা মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্মউন্নতির জন্য পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের এই মেডিটেশন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন যা শুধুমাত্র প্রশমিত করতে সাহায্য করে না। কর্মজীবনে প্রতিদিনের চাপ কিন্তু ভারতের মানুষকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে সাহায্য করে।

সিএলডব্লু-এর নতুন জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রী দেবী প্রসাদ দাশ

চিত্তরঞ্জন, ১ জুন ঃ শ্রী দেবী প্রসাদ দাশ, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এর একজন অফিসার যিনি ১৯৮৭ ব্যাচের অন্তর্গত, আনুষ্ঠানিকভাবে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস এর জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে ১ জুন, ২০২৩ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এর আগে, শ্রী দাশ ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি চেন্নাই এর প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী ছিলেন। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে, তিনি ভারতীয় রেলওয়েতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। শ্রী দাশ বিভিন্ন অত্যাধুনিক রেলওয়ে প্রযুক্তির নকশা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ) এর সমগ্র দল তার নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় একটি অতুলনীয় অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক জয়নগরের মনসাতলা থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ জুন ঃ আবার ডাকাতির আগেই জয়নগর থানার মনসাতলা থেকে ধৃত এক দুস্কৃতিকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বুধবার রাতে জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকায় জয়নগর থানার এস আই রাজা দাস সহ ডিউটিরত পুলিশের টিমের নজরে আসে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে। তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের নাম তপন সরদার, বাড়ি জয়নগর থানার চড়াঘাটা এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

প্রোমোটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হাওড়ার গোলাবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুন ঃ জনৈক প্রোমোটার সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে হাওড়ার গোলাবাড়িতে। জানা গেছে, বছর পাঁচেক আগে ওই এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কেনেন পেশায় ফিজিওথেরাপিস্ট এক মহিলা। মেয়েকে নিয়ে সেখানেই বর্তমানে থাকেন তিনি। অভিযোগ, বিগত কয়েক মাস ধরে প্রোমোটার ও তার লোকজন মহিলাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। মহিলার অভিযোগ, তাকে কু প্রস্তাব পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। রাজি না হওয়াতে তার ফ্ল্যাট রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়নি। উল্টে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, বুধবার প্রকাশ্যেই ওই মহিলাকে মারধর করা হয়। তাঁর মেয়ে পুলিশের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তবে ওই প্রোমোটার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ডাউন কালকা মেলে চুরির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুন ঃ ডাউন কালকা মেলে কয়েকজন যাত্রীর ব্যাগ, মোবাইল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র চুরির অভিযোগ উঠেছে। আদর্শনগর ও ওল্ড দিল্লি স্টেশনের মাঝে ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। যাত্রীদের অভিযোগ, এসি থ্রি-টিয়ার বি৪ কামরায় ঘটে ওই ঘটনা। যাত্রীদের অভিযোগ, ওই এসি কামরায় রাতে কোনও নিরাপত্তা ছিলনা। ঘটনার কথা টিকিট পরীক্ষক ও ট্রেনের বগিতে থাকা অ্যাটেনডেণ্টকে বলা হলেও তাদের অভিযোগ প্রথমে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যাত্রীরা ট্রেন থেকে ভিডিও বার্তায় সমস্ত ঘটনার কথা জানান। ঘটনার তদন্ত করছে রেল।

পরিবহনে স্মার্ট কার্ড চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ পরিবহন দপ্তর রাজ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এখন থেকে স্মার্ট কার্ডে দেবে। কলকাতায় আজ এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এই স্মার্ট কার্ড চালু করেন। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, QR code এবং চিপ লাগানো এই স্মার্ট কার্ড দেশের সর্বত্র কার্যকর হবে। এবং সারা দেশের মধ্যে এরাজ্যেই প্রথম এই স্মার্ট কার্ড চালু করা হলো বলে তাঁর দাবি। ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দেওয়ার পর ওই স্মার্ট কার্ড স্পীড পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে। এখন থেকে নতুন লাইসেন্স প্রাপক রা যেমন স্মার্ট কার্ড পাবেন তেমনি ড্রাইভিং লাইসেন্স এখন রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও নতুন স্মার্ট কার্ড করতে পারবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট সাফাই কর্মী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুন ঃ তিনতলা বাড়ির ছাদে ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে গিয়ে এক সাফাই কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার বাকসাড়া এলাকায়। জানা গেছে, বাড়ির পাশে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তারে ওই কর্মীর দেহ কোনওভাবে স্পর্শ হয়ে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আহত অবস্থায় তাঁকে হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এএসসিআই-র বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশিত

১ জুন ঃ অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) প্রকাশ করেছে বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন ২০২২-২৩ যা বিশেষভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে মধ্যে, এএসসিআই প্রিন্ট, ডিজিটাল এবং টেলিভিশন সহ বিভিন্ন মাধ্যমে মোট ৭,৯২৮টি বিজ্ঞাপন পর্যবেক্ষণ করে। এএসসিআই গত ২ বছরে বিজ্ঞাপনের পরীক্ষা প্রায় ২গুণ বাড়িয়েছে। টেলিভিশন এবং প্রিন্ট বিজ্ঞাপকদের ৯৪ অত্যন্ত অনুগত ছিল এবং ডিজিটালের কারণে সামগ্রিক কম অনুবর্তি হয়ে ৮১ এ দাঁড়িয়েছে। অতএব, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনগুলি একটি শীর্ষস্থানীয় লঙ্ঘনকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়নি, ৭৫ বিজ্ঞাপনগুলি ডিজিটাল স্পেস থেকে প্রক্রিয়া করা হয়েনি,।

লালবাজারের গোপন নথিপত্রে মুড়ে বিকোচ্ছে জিলিপি, শিঙাড়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ প্লাস্টিকের দৌরাত্ব কমাতে শহর কলকাতায় এখন কাগজজাত ব্যাগ বা ঠোঙার চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কাগজের এই ব্যাগ বা ঠোঙার জন্য প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত কাগজের, আর তা সংগ্রহ করতে ফেরি ওয়ালাদের আমরা আকছার দেখি শহরের রাস্তায়। তবে সে কাগজ যদি লালবাজারের গোপন নথি হয়, তবে তা অবশ্যই চর্চায় আসবে। প্রসঙ্গত, লালবাজার গোয়েন্দা দপ্তর অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করে। তদন্তের কাজে এমন অনেক নথিপত্র সেখানে থাকে যা জনসমক্ষে এসে গেলে বিপজ্জনক হতে পারে। তাই কড়া নিরাপত্তায় মোড়া থাকে ডিডি (ডিটেক্টিটিভ ডিপার্টমেন্ট) বিল্ডিং। নিরাপত্তারক্ষীদের নজর এড়িয়ে সেখানে মাছি গলতেও পারে না। অথচ এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে তদন্তের নথিপত্র বাইরে বাজারে এল কী ভাবে? সম্প্রতি লালবাজারের বিপরীতে একটি খাবারের দোকানে গোয়েন্দা বিভাগের চিঠিতে শিঙাড়া, জিলিপি মুড়ে দেওয়া হয়। ভাল করে দেখার পর বোঝা গেল ২০২২ সালের

জুন মাসে কোনও ব্যক্তি ব্যাংক জালিয়াতির শিকার হন। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রতারণা দমন শাখা গিরিশ পার্ক থানায.একটি মামলা রুজু করে তদন্তে নামে। সেই কাগজের মোড়কেই বিক্রি হচ্ছে খাবার। এখন প্রশ্ন, লালবাজার থেকে কীভাবে বান্ডিল বান্ডিল চিঠিপত্রের কপি বাইরে এল কীভাবে? সূত্রে খবর, লালবাজার থেকেও অনেক সময় কাগজপত্র জেরক্স করানো হয়। ভুলবশত অতিরিক্ত জেরক্স হয়তো হয়ে যায় বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঠিকভাবে জেরক্স হয়নি। ওইসব উচ্ছিষ্ট জেরক্স কপি দোকানদার কেজি দরে বিক্রি করে দেয়, যা ঘটনাচক্রে খাবারের দোকানে খাবারের মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কলকাতার ফুটপাথে খাবারের দোকানগুলিতে অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে গঙ্গার জল

সম্প্রতি খবরের উঠে আসে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া এলাকায় গঙ্গার অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে গঙ্গার জল। সেই জলেই তৈরি হচ্ছে

বিষাক্ত জল মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে শরবত, তৈরি হচ্ছে পাইস হোটেলের খাবার। চলছে বাসন ধোয়ার কাজও। এরপরই অভিযোগ উঠেছে, কেবল হাওড়া স্টেশন এলাকাই নয়, কলকাতার ফুটপাথেও খাবারের দোকানগুলিতে রাস্তায় বিক্রি হওয়া নানা ধরনের নরম পানীয়, রান্না হচ্ছে খাবার, ধোয়া হচ্ছে বাসন। এমনকি, কোথাও কোথাও পানীয় জল হিসাবেও ব্যবহার করা হচ্ছে তা। প্রসঙ্গত, ডালহৌসি এলাকায় পানীয় জলের কলের অভাব রয়েছে। ওই এলাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসাযাওয়া করেন। ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়েই গঙ্গার জলে ফিটকিরি মিশিয়ে তা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করেন। এই সমস্যার সুরাহা করতে পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। পুরসভার ফুড সেলের এক আধিকারিক বুধবার বলেন, ‘‘কলকাতায় ফুটপাথের ব্যবসায়ীরা পানীয় জল হিসাবে গঙ্গার জল ব্যবহার করছেন, এমন অভিযোগ পাইনি। আমরা গঙ্গার জল কেবল পান করতেই নিষেধ করি না, তাতে থালাবাসন ধুতেও বারণ করি।’’ ফুড সেলের অপর এক ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাকর ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ফুটপাথের হোটেলে গঙ্গার জল কেউ যাতে ব্যবহার না করেন, সে বিষয়ে আমরা নিয়মিত প্রচার চালাই।’’কিন্তু কম লোকবল নিয়ে বার বার তো অভিযানে যাওয়া সম্ভব নয়।

দামী মোবাইল ফোন চুরি করে পালালো স্কুল ছাত্র, বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুন ঃ দামী মোবাইল ফোন চুরি করে শোরুম থেকে পালালো এক স্কুল ছাত্র। তার বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে মধ্য হাওড়ার দেশপ্রাণ শাসমল রোডে। সূত্রের খবর, দুই ছাত্র মিলে স্কুটারে চেপে রোডের উপর একটি মোবাইল শোরুমে আসে। দুজনের মধ্যে একজন দোকানদারকে প্রথমে হেডফোন এবং পরে মায়ের জন্য কি প্যাড ফোন দেখতে চায়। দোকানদার দোকানের ভেতর থেকে কি প্যাড ফোন আনতে গেলে তার অন্য বন্ধু দোকান থেকে একটি দামী আইফোন নিযে. পালিয়ে যায়। ঘটনাটি দোকানদারের নজরে আসতেই তিনি চিৎকার করতে থাকেন। অন্য ছাত্রটি হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা তাকে একটি ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। ওই ছাত্রকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশের হাতে আটক ছাত্র জানায়, আমি কিছু চুরি করিনি। অন্য একজন ফোন চুরি করে নিয়ে চলে গিয়েছে। কাকু ডাকতে দেখি ও ফোন নিয়ে চলে গিয়েছে। তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। ও আমারই বন্ধু। একই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমি ফোন কিনতেই এসেছিলাম। কিন্তু ওই বন্ধু ফোন নিয়ে পালিয়েছে। শোরুমের কর্মী রবীন আগরওয়াল বলেন, ২ জন ফোন কিনতে এসেছিল। একজন কি প্যাড ফোন চাইল। তাকে কি প্যাড ফোন দেখানোর সময় অন্য একজন আই ফোন ১৪ নিয়ে পালিয়ে যায়।

বছর ষোলর নাবালিকার বিয়ে, গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ১ জুন ঃ বছর ষোলর নাবালিকাকে বিয়ে করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন পাত্র সহ পাত্রের বাবা ও মেসো। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত সাতজেলিয়া গ্রামে। গোসাবার সাতজেলিয়ার বাসিন্দা নিতাই মণ্ডল ও বাবা সতিশ মণ্ডল ও মেসো সুজিত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই নাবালিকাকে পুঁইজালি গ্রাম থেকে তুলে এনে পাত্রের মেসোর বাড়িতে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে নাবালিকাকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নথিপত্র অনলাইনে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রে নজরদারি আরও বাড়াতে এবার থেকে এই সমস্ত নথিপত্র অনলাইনে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ত্রাণের জন্য আবেদনও অনলাইনে জমা নেওয়ার ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের ১০ জন আধিকারিককে ত্রাণ বণ্টন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে জেলায় জেলায় পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের দেওয়া রিপোর্ট পর্যালোচনার পর নজরদারি আরও জোরদার করার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে প্রতি বছরের শুরুতেই চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি জেলাকে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রীর হিসাব রাখতে এতদিন হাতে লেখা রেজিষ্টার ব্যবহার করা হতো। কিন্তু তাতে কিছু কিছু ত্রুটি পরিদর্শক দলের চোখে পড়েছে। সেই কারণে এখন থেকে অনলাইন পদ্ধতিতে ত্রাণ সামগ্রীর হিসাব রাখার ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছ। যাতে কোন জেলায় কত ত্রাণ দেওয়া হয়েছে, কত মজুত রয়েছে এবং কত বিলি করা হয়েছে, তার যথায়থ তথ্য পাওয়া যায়।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাটে সহবাস,বাঁকুড়া থেকে ধৃত ১

বনস্পতি দে, হুগলি, ১ জুন ঃ গত বছর ফেসবুকে তাঁর আলাপ হয় বাঁকুড়ার এক যুবকের সঙ্গে। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। দু’জন বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেন। গত বছর অগস্ট মাসে উত্তরপাড়ায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন তাঁরা। পরিচয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্ল্যাটে সহবাস। এরপর একাধিকবার চাপ সৃষ্টি করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ। শেষমেশ বিয়ে করতে অস্বীকার যুবকের। ধর্ষণের অভিযোগে বাঁকুড়া থেকে ধৃত এক যুবক। বালির বাসিন্দা বছর বত্রিশের বিবাহবিচ্ছিন্না ওই মহিলার দুই সন্তান রয়েছে। গত বছর ফেসবুকে তাঁর আলাপ হয় বাঁকুড়ার এক যুবকের সঙ্গে। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। দু’জন বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেন। গত বছর অগস্ট মাসে উত্তরপাড়ায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন তাঁরা। সেখানেই দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে চলে যান মহিলা। অভিযুক্ত মাঝেমধ্যেই ফ্ল্যাটে যেতেন। মহিলার অভিযোগ, যুবকের পরিবারও বাঁকুড়া থেকে উত্তরপাড়া আসেন। তাঁদের উপস্থিতিতে বিয়ের কথাও হয়। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে ফর্মও তোলেন তাঁরা। মহিলার অভিযোগ, এরপর থেকেই অদ্ভুত আচরণ শুরু করেন তাঁর প্রেমিক। কয়েকবার জোর করে তার গর্ভপাত করানো হয়।

গত ৪ ঠা মে সকালে যুবকের পরিবার উত্তরপাড়ায় আসেন। সেদিন নির্যাতিতাকে গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। তারপরই মহিলা উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানাতে যান। কিন্তু সেখানেও অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে নির্যাতিতার দাবি। ২০ মে শ্রীরামপুরের ডিসির সাহায্যে শ্রীরামপুর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। যুবক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। বাঁকুড়া থেকে অভিযুক্ত ও তাঁর দাদাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নির্যাতিতা মহিলা বলেন, যখনই বিয়ের কথা বলতাম এড়িয়ে যেত। একাধিক বার গর্ভপাত করতে বাধ্য করে। পরে বিয়ের জন্য চাপ দিই, তখন দেখানোর জন্য রেজিষ্ট্রি ফর্মে সই করে। একদিন ওর মা বাবা দাদা বৌদি কাকু এসে মারধোর করল। অভিযুক্তের অবশ্য কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রী জি.এস. পান্ডে, সিনিয়র ই.ডি.পি.এম. এবং অশোক কুমার মিশ্র, সহকারী আর্থিক উপদেষ্টা এফডব্লু নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে প্রোমোটার অফিসারদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি স্মারক প্রদান করা হয়।

পুরসভার নলবাহিত পানীয় জলে ব্যাঙাচি, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নরেন্দ্রপুর, ১ জুন ঃ পুরসভার নলবাহিত পানীয় জলের ট্যাব থেকে অনবরত ব্যাঙাচি বের হওযায়.আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হযেছে এলাকাজুড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩১ নম্বর ওযার্ড লস্করপুর পেয়ারাবাগান, বিবেকানন্দ সারণী এলাকায। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সাথে সাথেই পুরসভায় খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ এলাকার মহিলারা পানীয় জল ভরতে গিযে. দেখেন জলে অনবরত বেরিযে.আসছে ব্যাঙাচি। এই ঘটনার পর তুমুল সরগোল পড়ে যায.এলাকা জুড়ে। ইতিমধ্যে এই ঘটনার অভিযোগ পৌরসভাকে জানানো হযেছে। এরপর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩১ নম্বর ওযার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত দাস। ইতিমধ্যেই পৌরসভার ইঞ্জিনিযার ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জলের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি কোথা থেকে এই ব্যাঙাচি পাইপ লাইনে এসেছে তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র

সম্পাদকীয়

ভারতের বর্তমান রাজনীতি চলছে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতেই এখন শাসক শ্রেণি উদগ্রীব। তারা এখন দেশের আর্থিক আয় বৃদ্ধি করার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ধনপতিদের দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে সরকার। অতীতে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র রাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন জমিদাররা সারা দেশেকে পরিচালিত করতো। তারাই ছিল দেশের হতাকর্তা বিধাতা। আর এখন হচ্ছে শিল্পপতিরা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী। তারা যা বলবে তাই দেশকে শুনে চলতে হবে। অর্থ যার শক্তি তার। কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হল তখন বলা হয়েছিল দেশের জনগণ হচ্ছে আসল শক্তি। তাদের মতকে প্রকাশ করাই হবে দেশের সরকারের মূল কর্তব্য। সেটা এখন খাতায় কলমে লেখা রয়েছে। তার বাইরে আর জনগণের মতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে এখন সরকার চলতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের জনগণের সঙ্গে ব্যবসা করতে শুরু করেছে। তার ফলে দেশের সাধারণ নাগরিকেরা এখন আর কোনও ভরসা পাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে কথা ছিল তারা সরকার গঠন করতে পারলে জনগণের সেবা করবে। কিন্তু সেটা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। চালডাল তেল নুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ খাদ্য জোগাড় করতে আম জনতা একেবারে কাহিল। সেই দিকে সরকারের কোনও নজর নেই। গণতন্ত্রে বলা হয়ে থাকে যে জনতাই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস। কিন্তু সেটা কি সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয়। আজকে জনতার কোনও কথা কি সরকার মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে? সরকার যা মনে করে তাই করে। তারা খতিয়ে দেখে না এটা জনগণের কতখানি উপকার হবে। জনগণ শুধু ভোট দেওয়ার অধিকারী। তারা ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করবে। তারপরে কিন্তু সরকার তাদের নিজেদের মত নিয়ে চলবে। সেখানে জনগণের কথার কোনও প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে না। এটা কিন্তু গণতন্ত্র নয়। ইংল্যাণ্ডে জনগণের রায়কে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জনগণের চাপে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন। সেখানকার নাগরিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে নির্বাচিত সরকার থাকবে কি থাকবে না। গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে তা হওয়ার উপায় নেই। একবার নির্বাচনে জয়লাভ কররতে পারলে পাঁচ বছর নিশ্চিত। আর কোনও ঝামেলা পোহাতে হবে না। তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র একন ধনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সরকার কিন্তু আজকে জনগণ বা নাগরকিদের ভয় পায় না। কিন্তু ব্রিটেনের নাগরিকদের সরকার ভয় পায়। তাদের মতে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ক্ষেত্রে। করোনা কালে বসির জনসন বিশেষ পার্টি দিয়ে জনগণের রোষের কারণ হয়েছিলেন। ব্রিটেনের যখন আর্থিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল তখন বরিস জনসন পার্টি করতে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে জনগণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। জনগণ ক্রুদ্ধ হলে ব্রিটেনে সরকার চালাানো একেবারে মুশকিল।

জনগণ আসল কাণ্ডারি

দেশের জনগণকে সুস্থ রাখার শপথ নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। সেটা কোথায়? রান্নার গ্যাস কিনতে নাজেহাল হচ্ছে জনগণ। বাজার দর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রেশন দোকানের বিনা মূল্যে চাল দিয়ে তো একটি সংসার চলে না। সংসার চালাতে গেলে বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন। সেই জিনিস কেনার সার্মথ্য বহু লোক হারিয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সরকার কি কোনও দিন সার্ভে করে দেখেছে জনগণের কোথা কতখানি অসুবিধা ভোগ। কী করলে জনগণ এই সব দুর্ভোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তার জন্য কি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিটি রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখল করা লড়াই করে থাকে। তার বাইরে তাদের আর কোনও চিন্তা নেই। জনসেবার করার কোনও মানসিকতা নেই। সরকার সব সময়ে মনে করে তারাই হচ্ছে আসল শক্তি। জনগণ হচ্ছে মাত্র ভোট শক্তি। এর বাইরে জনগণের আর কোন মূল্য নেই। এই দেশে যদি ব্রিটেনের মতো নাগরিক ভীতি থাকতো তাহলে সরকারকে আগেই বিদায় গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে হাজার নাগরিক বিরোধী কাজ করেও তারা ক্ষমতা লাভ করেছে এবং নিশ্চিন্তে মন্ত্রী হয়ে দফতর পরিচালনা করছে। বিশ্বের প্রায় উপনিবেশ দেশগুলির গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একই রকম। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বলেছিলেন ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে গণতন্ত্র বোধ নেই। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়র বিরোধী ছিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। তাঁর কথাই আজকে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। তবে সেই সময়ে ব্রিটেন যদি অখণ্ড ভারতকে স্বাধীনতা দান করতো তাহলে কিন্তু আজকে ভারতকে এই রকম দুর্ভোগ পোহাতে হত না। তখন ভারত বিশ্বের একটি অন্যতম সেরা শক্তিকে পরিণত হতো। ভারতকে খণ্ডিত করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে গেলাম। আজও আর্থিক দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে দুর্বল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের গা থেকে উপনিবেশবাদের গন্ধটা দূর হয়ে যায়নি। একন দাসত্ব করাটা আমাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। গণতান্ত্রিক ভারতকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আম জনতার মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের অভাব অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে হবে। জনসমস্যার সমাধান করার রাস্তা তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনও রাজনৈতিক দল চিরকাল অমর হয়ে থাকবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের জনমুখী কর্মসূচী প্রশংসা লাভ করবে। সেটাই অমরত্ব। যুগে যুগে শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটবে। আজকে ধনতন্ত্র গণতন্ত্রকে গ্রাস করার যে চেষ্টা করছে আগামি দিনে দেখতে পাওয়া যাবে তার কোনও ক্ষমতা নেই। সেখানে অন্য কোনও শাসনতন্ত্র এসে উপস্থিত হয়েছে। তবে নাগরিকরাই শেষ কথা বলে থকে। তারাই দেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের আসল কাণ্ডারি। আর এখানেই জয় রয়েছে জনতার।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

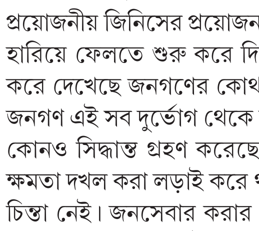

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

রামকৃ

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশি মন্ত্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ১৮৮৪ সালে। তখনও কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবী অরবিন্দ এসে তখনও পৌঁছাননি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশি জাতীয় জাগরণ মন্ত্রকে সফল করার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল ১৯০৫ সালের পর পর্যন্ত যতদিন না বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি না হচ্ছে। পরে বিপ্লবী অরবিন্দ এসে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনকে জাগ্রত করতে এসে 'আনন্দমঠ' এর 'বন্দে মাতরম' বিপ্লবী মন্ত্রে পরিণত করলেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষী ছিলেন। তাঁর বহু ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের মিল ছিল না। কিন্তু তা বলে তিনি আবার বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর কোনও দিন স্বদেশি আন্দোলনে ইংরেজ বিরোধিতা করেন নি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ না করে ইংরেজ সরকারকে পাশে রেখে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তবে ইংরেজদের কাছে নিজের আত্মকে বিসর্জন করে দেননি এবং তিনি ইংরেজ চাটুকদারে পরিণত হননি। ইংরেজদের মতো চাবুক ধরে দেশ তথা সমাজ চালানোর মতো লোকেদের বাংলাদেশে প্রয়োজন খুব ছিল বলে অনুভব করতেন বিদ্যাসাগর। তিনি ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ইংরেজি ভাষা, বাঙালিরা সুশিক্ষিত হোক। ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করুক। কিন্তু সমাজ তো তখ ন সেই ভাবে প্রস্তুত ছিল না। বেথুন স্কুল (৭ মে, ১৮৪৯) তৈরি করতে গিয়ে মহামতি বেথুন সহ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তো ছড়া কেটে বসলেন বেথুন সাহেবের বিরুদ্ধে। তার ওপরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধে বাংলার পণ্ডিত সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাকে বেথুন স্কুল তৈরি করা থেকে বিরত করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন পণ্ডিতেরা। কিন্তু করতে পারেনি মদনমোহনেক একগুয়েমির জন্য। তিনি বেথুন স্কুলে তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করে দেন। মেয়েদের স্কুল তৈরি করে পঠনপাঠন চালু করে ক্ষান্ত হননি মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি শিশুশিক্ষা পাঠাবই রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা হয়ে ওকালতি করেছিলেন। তা বলে ইংরেজদের দাসত্ব করতে কাউকে তিনি উপদেশ দেননি। এখানেই কিন্তু বিদ্যাসাগরের অন্যন্য। তিনি চলতেন নিজের পায়ের ওপরে ভর করে। সেখানে থেকে কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিজের মনের জোরে চলতেন এবং উচ্চকণ্ঠে কথা বলতেন বিদ্যাসগর মহাশয়। আসলে বিদ্যাসাগরের বহু সিদ্ধান্তকে সহজভাবে গ্রহণ করে করতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিদ্যাসাগরের ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতিবোধতাকে সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয় চেতনার ব্যাপারে কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কথা বলেন নি তিনি শুধু মাত্র শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন শিক্ষাকে বলিষ্ঠ করার জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছেন। আবার ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলার পাঠকদের বহু লেখা উপহার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় 'রাজমোহন ওয়াইফ' লিখেন। তারপরে আর কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় কোনও বই প্রকাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তিনি তাঁর মতকে সর্ব সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষাকে মাধ্যমে করে সাহিত্যে সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট থাকতো সব সময়ে একজন ইংরেজ। এটা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে মানসিক আঘাত দিয়ে থাকবে। স্বদেশে তথা নিজের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হতে পারবে না এই নিয়ে একটি গোপন চাপা ক্ষোভ বঙ্কিমচন্দ্র মনে পুষে রেখে দিয়েছিলেন হয়তো। চাকুরী হারানোর ভয়ে তিনি কোনও সময়ে একথা প্রকাশ্যে বলেত পারেনি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটা তাঁকে মানসিক দিক দিয়ে বেশ আঘাত দিয়েছিল বলেই তিনি স্বদেশী জাগরণের কথা বলতে শুরু করলেন। এটা ঠিক একটা মানুষ আঘাত না পেলে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে কোনও কিছুই প্রকাশ লাভ করে না। আঘাতই কিন্তু মানুষের গোপন প্রতিভাকে সবার সমানে মেলে ধরতে সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় উপন্যাস রচনা করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। এটি রাজপুত বীরের কাহিনীকে সমানে রেখে তিনি উপন্যাসটি রচনা করলেন। তারপরে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করলেন। রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি রোমান্টিক নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। এছাড়া বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বিতর্কিতক প্রবন্ধ রচনাটি হচ্ছে 'কৃষ্ণ চরিত্র '(১৮৮৬)। এই প্রবন্ধটি নিয়ে আজও পণ্ডিত সমাজে গবেষণা করা হচ্ছে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে

তৎকালীন সমাজে জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি লাভ করে। তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা করলেন। দেশ উদ্ধারের আসল শক্তি হলো ভক্তি সেটাকে তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন। আসলে সেই সময়ে জাতীয় জাগরণের একটি ক্ষুদ্র উন্মাদনা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই জাতীয় জাগরণের ক্ষুদ্র উন্মাদনকে আরও বিকাশ করতেই আন্দমঠ উপন্যাসটি রচিত হল। সন্ন্যাস বিদ্রোহকে সামনে রেখে একটি উপন্যাসের পটভূমিকা তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের আন্দোলন দেখে যেতে পারেনি বটে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাসটি বিপ্লবীদের মুখপাঠ্য হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ বাংলায় এসে বিপ্লবীদের 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করলেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে বিপ্লবীদের মুখ্য বীজমন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ না আসলে বাংলায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি গুরুত্ব প্রায় থাকতো না বলতে গেলে চলে। জাতীয় জাগরণে মন্ত্র হিসাবে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে প্রাধান্য দেওয়া হলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 'বন্দে মারতম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। আবার কংগ্রেস অধিবেশনের জাতীয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দে মাতরম' গানটি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি 'বন্দে মাতরম' স্লোগানকে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

.ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্রে পরিণত হল বন্দে মাতরম। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবি সূচনা কাল থেকেই এসেছে। 'ভারতমাতা' (১৯০৫) ছবি অঙ্কিত করতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। কিন্তু সেই গানটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের তাৎপর্য কি তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের বর্তমান নেতারা আর মাথা ঘামান না। তারা শুধু ভোট পেলেই হলো। জাতীয় জাগরণের সূত্র কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তার ফলে এতখানি অধঃপতন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাগের অংশীদারে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম বিরোধ। স্বাধীনতার পর কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ হয়ে গেলেন। এটাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিন করতে শিখেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।' আর একটি সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' যা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এর পাশাপাশি ছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত। প্রকৃত অর্থে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে একটি শক্তি রয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায় যদি এক মনে এই গানটি গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষার মধ্যে শক্তি ছিল। সেই শক্তি আরও বেশি করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই সঙ্গীতে। সেই কারণে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটো- একটি হচ্ছে 'বন্দে মারতম।' আর এর একটি হচ্ছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' সভা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া আগে গাওয়া হয়ে থাকে। সভার শেষে গাওয়া হয় 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে।' বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষনের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বা চেয়েছিলেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব ও ভূমিকা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ কৃষি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা এবং দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই প্রাচীনতম জীবিকা। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্য অন্বেষণ করে, ভারতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান, প্রতিবন্ধকতা এবং এর ভবিষ্যতকে নিশ্চিত করতে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে কৃষি অনুশীলনকে আরো বেশী করে উৎসাহিত করা উচিত।

জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে অবদান- কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মনে করা হয়, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে চলেছে। যদিও বছরের পর বছর ধরে জিডিপিতে কৃষির অংশ হ্রাস পেয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান এবং গ্রামীণ পরিবারের জন্য আয় সৃষ্টিতে কৃষির ভূমিকাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খাদ্য নিরাপত্তা- ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে কৃষিকাজ। খাদ্যশস্য, ফল, শাকসবজি এবং ডালের মতো বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য্য। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষ বন্টন ব্যবস্থার প্রচার এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা করা অপরিহার্য।

গ্রামীণ উন্নয়ন- কৃষি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রেখেছে এবং গ্রামীণ এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। শুধু তাই নয় এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ ও করেছে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ পরিকাঠামোর

ও উন্নয়ন করেছে এবং কৃষিপ্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয়স্থান, পরিবহন এবং বিপণনের মতো অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেও পরিপুষ্ট করেছে।সেক্ষেত্রে গ্রামীণ উন্নযনের জন্য গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং ক্রেডিট, প্রযুক্তি এবং বাজারের সংযোগে অ্যাক্সেস বাড়ানো ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব দেওইয়া উচিত।

রপ্তানির সম্ভাবনা- ভারতীয় কৃষি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানিকে আরো অনেক বেশী পরিপুষ্ট করে তুলতে পারলে অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে আরো কয়েকগুন বাড়ানো সম্ভব হবে , সর্ব প্রথম বিভিন্ন কৃষিপণ্য গুলির বৈশ্বিক চাহিদা খুঁজে বার করতে হবে, দেশের উৎপাদিত পণ্যে গুলির মধ্যে চাল, গম, মশলা, ফল এবং সবজি বিখ্যাত। আই পন্য গুলির মান উন্নীত করে, পরিকাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এবং আর্থিক আনুকূল্য প্রদানের মাধ্যমে ভারত তার কৃষি রপ্তানিকে শক্তিশালী করতে পারে। এর ফলে ভারতীয় কৃষিপন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে গতি প্রদান করতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু. পরিবর্তন এবং স্থায়িত্ব- তবে কৃষিকাজে জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য কৃষিকাজে ও না না প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা কৃষকদের এবং সামগ্রিকভাবে কৃষিকাজের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। অনিয়মিত আবহাওয়ার ধরণ, জলের ঘাটতি, মাটির ক্ষয়, এবং কীটপতঙ্গের উপদ্রব কৃষকদের নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন করে তোলে। তবে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ সেচ পদ্ধতি, কৃষি সংরক্ষণ, শস্য বৈচিত্র্যকরণ এবং কৃষিকাজের অধিক থেকে অধিকতর প্রসার ও উন্নত কৃষি অনুশীলন এবং উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, গ্রামীণ উন্নয়নকে চালিত করছে এবং রপ্তানির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখছে। ফলত, ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ়তা প্রদানে কৃষির তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কৃষিকাজের উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের বিনিযগে এবং উদ্যোগগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা কৃষকদের ক্ষমতায়নকে আরো শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি উৎপাদন শীলতাকেও বাড়াবে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে। সাথে বাজারের যোগসূত্রকেও জোরদার করতে অর্থ ও প্রযুক্তিকে আরো বেশী করে এই জীবিকায় প্রয়োগ করতে হবে। একটি শক্তিশালী এবং সংগঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী করতে কৃষিকাজকে আরো বেশী করে উৎসাহিত করতে হবে, এর মাধ্যমে ভারত কেবল অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে তাই নয় বরং তার নাগরিকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতও সুরক্ষিত করতে পারে। কৃষিকাজের প্রসারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রদান করা সম্ভব হবে।

পরিবেশ রক্ষায় পরমাণু, ক্ষেপনাস্ত্র নিষিদ্ধ হওয়া উচিত

বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি এর জন্য দায়ী বলে মনে করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যারা বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করছে তাদেরকে বিশাল অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বিতারিত করা। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে যেসব নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। রাসায়নি অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে সেখানকার মার্টির উর্বতা কমতে শুরু করে দিয়েছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে করোনা নামে এক আজনা অচেনা ভাইরাস সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা। এরপর হু বলেছে যে আগামি দিনে করোনার মতো আর ভয়ঙ্কর ভাইরাস পৃথিবীতে এসে

উপস্থিত হবে। সেই কারণে এখন আমদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। জি-২০ সম্মেলনেও পরিবেশকে রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু তাকে সফল করা কোনও কর্তব্য পালন করা হবে কিনা সন্দেহ। সমুদ্রের জল বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ সেখ ানে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্থলভাগ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষামূলক ভাবে মহাসাগরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে সমুদ্রের জল বিষাক্ত হতে পরিণত হতে শুরু করেছে। পাহাড় পর্বত থেকে শুরু করে বায়ু দূষিত হতে শুরু করেছে। মহাকাশকে উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে। সেই সব অকেজো উপগ্রহকে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আসার কোনও উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করছে না। তার ফলে মহাকাশ ক্রমশ অকোজো উপগ্রহের সমাবেশ দেখা দিতে শুরু করেছে। এবারে মহাকাশ স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই মহাকাশ স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হলে তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে রাশিয়া এবং আমেরিকাকে।

স্বৈরতন্ত্র একটি চিন্তাধারা

আমেরিকাতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন বিরোধী দলের কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে এটা গণতন্ত্রের আসল মন্ত্র। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বিরোধী দলের মতকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। তারা বিরোধী দলের কোনও কথাকে বেশি মান্যতা দিচ্ছে না। তার ফলে স্বৈরতন্ত্র একটি চিন্তাধারা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে যা গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে মারাত্মক। সমাজতন্ত্র চেয়েও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অতি জনপ্রিয়। কিন্তু ধনতন্ত্র যেভাবে গণতন্ত্রের টুটি টিপে ধরেছে তাতে গণতন্ত্র বিপন্ন বোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের সরকারের কাছে সব নাগরিক সমান অধিকার লাভ করে থাকে। কিন্তু আজকে দেশকে পাওয়া যাচ্ছে যে ধনতন্ত্র গণতন্ত্রকে গ্রাস করতে উদ্যোত হয়েছে। এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। ধনতন্ত্র আজকে নাৎসীবাদের একটি অঙ্গ বলা যেতে পারে। তখন নাৎসীবাদ নাম দিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হিটলার। আজকে কোনও নাম গ্রহণ না করে ঠিক নাৎসীবাদের মতো আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছে ধনপতিরা।

হেরিটেজ

কলকাতার ঐতিহাসিক পার্ক

কলকাতার ঐতিহবাহী পার্কের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র কয়েকটি রয়েছে যেসব পার্কের মধ্যে ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। যেমন শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। এই পার্ক পরাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত পার্ক ছিল। এই পার্কে রাজনীতির সমাবেশ হতো। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এসেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার ডাক নিয়ে সভা করতে এই পার্কে। এই পার্ক থেকে পরাধীন ভারতর্ষের সময় বড় বড় মিটিং হতে দেখা গিয়েছে। এখানে মিটিং করেছেন বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। এই মাঠে বক্তব্য রেখেছিলেন এম. এন. রায়। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ছিল মধ্য কলিকাতার রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মধ্যমনি। বহু রাজনৈতিক সভার সাক্ষ্য বহন করে থাকে এই পার্ক। এরপরে রয়েছে কলেজ স্কোয়ার। এই পার্কে বিদ্যাসাগরের মূর্তি অবস্থিত। এখানে বহু ছাত্র আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হয়। এরপরে রয়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ার যা আজকে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নামে পরিচিত। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশে বসবাস করতেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। এই পার্কের কাছে ছিল রাজা সুবোধ মল্লিক। সেই বাড়িতে বসবাস করতেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি তখন ঋষি অরবিন্দে পরিণত হননি। এই বাড়িতে বসে তিনি মানিকতলা বোমা তৈরির কারখানা খুলেছিলেন। আবার এই বাড়ি থেকে তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন যখন মানিকতলা বোমা কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানেও বহু রাজনীতির সমাবেশ হয়েছে। এখন এই স্থান থেকে এখনও রাজনৈতিক দলের পদযাত্রা বের হতে দেখা যায়। এটা হচ্ছে একটি সমাবেশ স্থল। এরপরে রয়েছে হেদুয়া পার্ক। হেদুয়া পার্কে এক সময়ে কলেজে পড়ার সময়ে মান্না দে টেবিল বাজিয়ে গান করতেন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে। এই পার্কে হেঁটেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহু ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে কলকাতার পার্কগুলোতে। সেই সব ইতিহাস খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বহু ইতিহাস আবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কলকাতা ময়দানের একটি ইতিহাস রয়েছে। শহিদ মিনারের পাদদেশে বহু রাজনৈতিক মিটিং এবং সমাবেশ হয়েছে। আবার বহু অরাজনৈতিক মিটিং হতে দেখা দিয়েছে। কলকাতা ময়দান হচ্ছে বাংলার ফুটবলের জনক। এক সময়ে কলকাতা ময়দানে ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়েরা না খেলতে সে জাতীয় খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারতো না। এতো মহাত্ম্য ছিল এই পার্কের। কলকাতা ময়দান তো বাংলার ফুটবলের পীঠস্থান। দক্ষিণ কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক। এরও ইতিহাস রয়েছে। পার্ক সার্কাস ময়দান। এখানে শীতকালে দেশি বিদেশি সার্কাস দল শীতকালে এসে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখাতো। সেই কারণে এই পার্কের নাম হয়েছ পার্ক সার্কাস। বহু রাশিয়ান সার্কাস এখানে এসে খেলা দেখিয়ে গিয়েছে।

অধ্যাপিকার শ্লীলতাহানি ঘিরে বিতর্কে বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ জুন ঃ বিশ্বভারতীতে এক স্কলার অধ্যাপিকার শ্লীলতাহানি ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। কলকাতা নিবাসী রায়গঞ্জ এডুকেশন কলেজের সহ অধ্যাপিকা ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের এডুকেশন বিভাগে পিএইচডি করছিলেন। সাত বছর ধরে তাঁকে তাঁর গাইড বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষণা পত্র সংশোধনের অছিলায় বিভিন্ন ভাবে কখনও হোটেলে নিয়ে গিয়ে, কখনও বিদেশে সেমিনারে নিয়ে গিয়ে আবার কখনও ট্রেনে, স্কুটি বা প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং একাধিক শারীরিক নিগ্রহও করেন। এমনকি নিগৃহীতাকে বিশ্বভারতীতে চাকরির প্রলোভনও দেন ওই অধ্যাপক। নিগৃহীতা অধ্যাপিকার ভাবী স্বামীর সামনেও অভব্য আচরণ করে তাঁকে মানসিক ভাবে নিগ্রহ করেন তিনি। অধ্যাপক রাজর্ষি রায় নিগৃহীতাকে তাঁর হবু স্বামীকে বাদ দিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে বলেন। অধ্যাপক বলেন, তিনি তাঁর বিবাহিত জীবনে অসুখী। একমাত্র নিগৃহীতার সঙ্গে সুখী হতে পারেন। মদ্যপ অবস্থায় রাতের পর রাত ভিডিও কল এবং টেক্সট মেসেজ করে অধ্যাপিকাকে বিরক্ত করতে থাকেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে অধ্যাপক রাজর্ষি রায় গবেষিকা অর্থাৎ নিগৃহীত অধ্যাপিকাকে বিভিন্ন হুমকি সহ অসহযোগিতা করতে থাকেন। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করায় অধ্যাপিকার গবেষণা পত্রে সই করতে অস্বীকার করেন রাজর্ষি রায়। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও একবার একই অভিযোগ ওঠে। সেই মামলা বোলপুর আদালতে বিচারাধীন। এক্ষেত্রেও লোক জানাজানি বা অধ্যাপিকার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় প্রথম দিকে চুপ করে থাকেন। পরে ২০২২ সালের জুন মাসে বিভাগীয় প্রধান বেনুধর চিনারায় কাছে এবং পরে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান পার্থপ্রতিম সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গবেষিকা। ২০২২ সালের ২১ জুন ফের গবেষিকাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিগ্রহের চেষ্টা করেন অধ্যাপক। তখন অধ্যাপিকা বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন অভিযোগ কমিটির কাছে লিখিতভাবে সমস্ত গাইড রাজর্ষি রায় এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপক যারা এই কাজে তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হলেও কমিটির রিপোর্ট জমা না পাওয়ায় চলতি বছরের ১০মে তথ্য জানার অধিকারে দরখাস্ত করেন অধ্যাপিকা। পাশাপাশি, গত ৩১ মে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযুক্ত গাইড অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ঠিক একদিন আগে বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীন কমিটির রিপোর্ট অধ্যাপিকা হাতে পান। সেখানে কর্মক্ষেত্রে মহিলার শারীরিক নিগ্রহের ধারা এবং তা থেকে সুরক্ষা প্রদানের উপধারার আইনে অভিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি দেখা যায় যে, বোর্ড অফ স্টাডিজ কমিটি অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না নিয়ে কোন যুক্তিতে চুপ করেছিল। বোর্ড অফ স্টাডিজ কমিটির অদ্ভুত দাবি, অভিযোগকারিনীর অভিযোগে পদক্ষেপ নেয় নি এই যুক্তিতে যে অভিযোগকারিণী মহিলা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন একই বিষয়ে। সূত্রের খবর, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ অভিযুক্ত অধ্যাপক রাজর্ষি রায়ের স্ত্রীর মামা। বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিজেপির সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তাই কি তদন্তে দেরি এবং পরে চাপে পড়ে রাজর্ষি রায়কে দোষী সাব্যস্ত করতে এক প্রকার বাধ্য হয় বিশ্বভারতী? যদিও, এব্যাপারে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের হাত কতটা জানতে অভিযোগকারিনী অধ্যাপিকাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি অভিযোগ অস্বীকার করছি না। তবে এখনই কিছু বলতে চাইছি না।

ছাই ভর্তি ডাম্পারের ধাক্কায় সাগরদিঘিতে মৃত্যু ৩ জনের

দুরন্ত বার্তা, সাগরদিঘি, ১ জুন ঃ বেপরোয়া ছাই ভর্তি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৩ জনের। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার ছামুগ্রাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন সোম মণ্ডল (২৮), বিথীকা মণ্ডল (৪৩) এবং সঞ্চিতা মণ্ডল (৩৬)। তাঁরা সম্পর্কে ছেলে, মা এবং মাসি। গতকাল রাতে স্কুটারে করে তিনজন মনিগ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে বহরমপুরগামী একটি বেপরোয়া ছাই ভর্তি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারের পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গোটা সাগরদিঘিজুড়ে বেআইনিভাবে ছাই পরিবহণের সিন্ডিকেটরাজ চলছে। সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছাই নিয়ে ওভারলোডেড গাড়িগুলি জেলার বিভিন্ন দিকে চলে যায়। ওভারলোডেড গাড়িগুলি থেকে রাস্তায় ছাই পড়ার কারণে সাগরদিঘির বেশিরভাগ রাস্তাই এখন সাধারণ মানুষের জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে যেমন ছাইয়ের ধুলোয় সাধারণ মানুষের শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে রাস্তাতে ছাই পড়ে থাকায় গাড়িগুলি প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। এলাকাবাসী জানান, গতকাল রাতে সোম মণ্ডল যখন স্কুটার চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন রাস্তায় জলকাদা থাকায় তিনি বাইকটি একটু সাবধানে চালাচ্ছিলেন। সেই সময় পেছন থেকে ছাই ভর্তি একটি ডাম্পার এসে ধাক্কা মারে। এর ফলে স্কুটার থেকে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে যান। ঘটনার পর গাড়িটি এলাকায় রেখে চালক পালিয়ে যান। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যে গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি আদৌ ছাইয়ের গাড়ি কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। চালকের খোঁজ চলছে। অন্যদিকে, ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গাড়ি চালকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সমর চৌধুরী। তাঁর বাড়ি মালদার কৃষ্ণপল্লীতে। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন যাত্রী। নিকটবর্তী বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার জেরে রাতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরাক্কা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল হওয়ার আগেই পুলিশি তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে যানজট। দুর্ঘটনার জেরে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।

বোমা বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ জুন ঃ বোমা ফাটার ঘটনা এবার গলসিতে। বালি মজুত করার জন্য জায়গা পরিস্কার করতে গিয়ে বোমা ফাটলো পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। সাত সকালের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলসি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে শিল্লাঘাটের দামোদর নদ থেকে বালি তুলে গলসি থানার এই এলাকার একটি জায়গায় বালি মজুত করার জন্য জায়গার পরিসর বাড়ানো হচ্ছিল জেসিবি দিয়ে। সকালে জেসিবি দিয়ে জায়গা পরিস্কার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দ ওঠে ওই জায়গা থেকে। জেসিবিও ক্ষতি হয়। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ এলাকায় যায়। জেসিবি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোন প্রাণহানির কোন খবর নাই। ঘটনার পর থেকেই জেসিবির চালক সহ বালি ব্যবসায়ীরা এলাকা থেকে চম্পট দেয়। তারপর থেকেই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যাতে নতুন করে এলাকায় কোন অশান্তি বা উত্তেজনা না ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি এখানে বেআইনি ভাবে বালি মজুত করা হচ্ছে। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা লোকেরাই এই বালি কারবারে যুক্ত। তবে এদিনের ঘটনায় কোন আটক বা গ্রেফতার হয় নি বলে জানানো হয়েছে গলসি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

‘মূল সংগঠনের আগে নয় শাখা সংগঠন’

কড়া হুঁশিয়ারি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুন ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মালদা জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের উপস্থিতিতে এই রাজনৈতিক কর্মশালা উপস্থিত অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, বিধায়ক চন্দনা সরকার, সাবিত্রী মিত্র, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের রাজনীতি কৌশল ঠিক করতেই এদিন এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক কর্মশালার মাধ্যমেই দলের নেতা, কর্মীদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং তৃণমূল বিধায়কেরা। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মালদা জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে এদিন বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই রাজনৈতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ব্লক কমিটি, বুথ কমিটি সহ দলের নানান শাখা সংগঠনের ভূমিকা কি হবে, কিভাবে তাঁরা কাজ করবেন, মানুষের সঙ্গে আরও বেশি করে জনসংযোগ বাড়ানো সহ নানান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমাদের একটাই লক্ষ্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের সাফল্য এবং বিরোধীশূন্য করা। এদিন সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্ব এই রাজনৈতিক কর্মশালাই উপস্থিত হয়েছিল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার আহ্বান আমরা আমরা জানিয়েছি। বিভিন্ন সংগঠনগুলির নানান বিষয়গুলি শোনা হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়েও এদিন আলোচনা করা হয়েছে। এদিনের রাজনৈতিক কর্মশালায় তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, মুচলেকা দিয়ে পার্টি করতে হবে। টিকিটের জন্য নয়। এটা মাথায় রেখে যারা আসবেন তারাই পার্টি করতে আসবেন। দলের শাখা সংগঠনকে মনে রাখতে হবে মাদারের আগে কোন সংগঠন এক পা এগোবে না। মাদারের পেছনে সবাই হাঁটবেন। যতদিন পর্যন্ত রহিম বক্সী সভাপতি থাকবেন তার নেতৃত্বেই পার্টি করতে হবে। এদিন ওই সভায় বক্তব্য রাখার সময় শাখা সংগঠনের কর্মীদের হুঁশিয়ারি দেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, কেবলমাত্র গাড়িতে বোর্ড লাগানোর জন্য পদ আঁকড়ে বসে থাকবো, দলের কাজ করবো না তা বরদাস্ত করা হবে না। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই দল করতে হবে এবং আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাফল্য আনতে হবে।

e-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE ARABINDA G.P
Sadar Block :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide **E-N.I.T. No.- WB/JAL/SADAR/A.G.P./01/2023-24,** FUND-G.P. Own Fund/CFC (Un-Tied) Fund/P.B.G. Fund. DATED:- **31/05/2023 up to 17:00 hours.** For further details following site may be visited **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Arabinda Gram Panchayat
Arabinda, Jalpaiguri

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে নদী পরিষ্কার ও দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী বৃহস্পতিবার সকালে পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব। নদী পরিষ্কার ও দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদী পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি শহরে মৃতপ্রায় ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর পাড় বাঁধানো, তথা নদী পরিষ্কার ও নদী দূষণ রোধ করে নদীগুলির আমূল সংস্কার করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

Office of The
Chakaltore Gram Panchayat
P.O.-Chakaltore,
Purulia-I Dev. Block, Purulia

E-Tenders are hereby invited by the Pradhan, Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) **e-NIT No.-WBPUR/CGP/NIET- 3/23-24 Dt.-24/05/2023.** Documents download/sale start date **from 29-05-2023 to 05/06/2023 (From 11.00 AM to 5.00 PM).** Bid Submission closing date **05/06/2023 (up to 5.00 PM).** Date of Opening of E-Tender on **08/06/2023 (at 11.00 AM)** at G.P. Office Meeting Hall. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

BEFORE THE HON'ABLE FAMILY COURT, THRISSUR
OP NO 2539/2019

Sajeena M.K — Petitioner

Nikamal Sidda, C/O Sathyarajan Sidda Deomali J.L.L, Dhanirampur P. West Bengal, Falakota, Jalpaiguri (Dist) Now Residing At Nikamal Sidda, C/O Sathyarajan Sidda Village Deomali J.L.L, Khagenhat P.O Gramapanchayath Dhanirampur 1 Falakata, Alipurduar(Dist) West Bengal - 735204 — Respondent

Substituted service against the above respondent is ordered and the above case is posted to 17/06/2023 you are therefore ordered to appear before the family court thrissur on 17/06/ 2023 at 11.00 AM either in person or through advocate appointed by you failing which the above case will be heard and decided ex-party.

Advocate
Date:30.05.2023 P.D.Jose

OFFICE OF THE COUNCILLORS
DHULIYAN MUNICIPALITY
P.O. DHULIYAN, DIST-MURSHIDABAD
Auction Notice No. 01(2023-24)

Interested peoples are invited to participate in Auction for leave for 1 year of Sanghati Udyan near Ghosh para at Ward No 12 under Dhuliyan Municipality. Auction time & Date- **15.06.2023 (2 PM).** For further details please visit Dhuliyan Municipality Notice Board.

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.:South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No.
WBS24PGS/MAG-I/SGP/202/NIT-2/2022-2023

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of T Sink TW with soakp & platf at 9(Nine) different location. **Tender ID: 1) 2023_ZPHD_537461_1,** near J mondal house at sansad IX **(2) 2023_ZPHD_537466_1,** near I Gazi house at sansad XI, **(3) 2023_ZPHD_537472_1,** T Sink TW with soakp and platf near Mostafa house at sansad- XI, **(4) 2023_ZPHD_537476_1,** near Nasir House at sansad- IV, **(5) 2023_ZPHD_537478_1,** near Rahul house at sansad-VII, **(6) 2023_ZPHD_537480_1,** near Golam houseat sansad XVI, **(7) 2023_ZPHD_537485_1,** near Battala pwd at sansad- XII, **(8) 2023_ZPHD_537488_1,** E kajla paraat sansad III, **(9) 2023_ZPHD_537492_1,** near Nitai house at sansad- X. Period of Completion (for all): 3 months. Last date of submission of bid(online) **08/06/2023 at 04.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **12/06/2023 at 12.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-07/2023-24
(Memo No: 386/Panch, Dated: 01/06/2023)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (04) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **http://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.:South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/206/NIT-3/2023-2024

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the 13 (Thirteen Nos.) different works. **Tender ID: 1) 2023_ZPHD_537977_1,** Cons of CC road with pilling from Jugal Sardar house to the house of Kanai Mondal **(2) 2023_ZPHD_537973_1,** Cons of CC road with pilling from Jiyarul Mistry house to the house of Sandhya, **(3) 2023_ZPHD_537967_1,** Cons of CC road with pilling from Dargatala To the house of Ibrahim Molla, **(4) 2023_ZPHD_537965_1,** Upgradation of Road from the house of Ramjan Mistry to the house of Rejajul Laskar at Sansad XVI, **(5) 2023_ZPHD_537963_1,** Upgradation of road from the house of Jhantu Chakraborty to the house of Nikhil Chakraborty at Sansad XIV, **(6) 2023_ZPHD_537960_1,** Upgradation of road from the house of Madan Mistry to the house of Palan Mistry at sansad XIII, **(7) 2023_ZPHD_537958_1,** Upgradation of road from the house of Trilochan Kayal to the house of Bandana Kayal at Sansad X, **(8) 2023_ZPHD_537954_1,** Upgradation of road from the house of Alamgir Laskar to the house of Jahangir Baidya at Sansad IX, **(9) 2023_ZPHD_537946_1,** UPGRADATION OF ROAD FROM OHIDUL SANFUI HOUSE TO RAFIKUL SANFUI HOUSE AT SANSAD VIII, **(10) 2023_ZPHD_537941_1,** Upgradation of Road from the house of Subarna Halder to the house of Chandi Mondal at Sansad VI, **(11) 2023_ZPHD_537933_1,** Upgradation of Road from infront of the house of Sarbeswar Mondal to Koyla Dokan at Sansad V, **(12) 2023_ZPHD_537915_1,** Upgradation Road from Palan Mallik House to the House of Bahar Sardar at Sansad III, **(13) 2023_ZPHD_537711_1,** Upgradation of road from Bapi Ghosh house to the house of Sukumar Mondal at Sansad II. Period of Completion(for all): 30 Days. Last date of submission of bid (online) **09/06/2023 at 04.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **12/06/2023 at 12.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

Office of the Dubra Gram Panchayat
Under Para Development Block
PO-Dubra, PS-Para, Dist.-Purulia (W/B) Pin-723155
NOTICE INVITING e-TENDER No
e-Tender No. WBPUR/PARA/PRADHAN DUBRA GRAM PANCHAYAT/(PBG & 15th FC)/NIT(e)-02/2023-2024

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund (i) Documents download/sell start date(online): **31.05.2023 at 6.00 PM.** (ii) Documents download/sell end date (online): **07.06.2023 at 4.00 PM.** (iii) Bid submission start date (online): **31.05.2023 at 6.00 PM.** (iv) Bid submission closing (online): **07.06.2023 at 4.00 PM.** (v) Bid opening date for Technical Proposals(online): **10.06.2023 at 12.00 PM.** For further details please contact with the Office of the Dubra Gram Panchayat & through the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dubra Gram Panchayat

লক্ষ্মী টি কো. প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U01132WB1912PTC002104
রেজি. অফিস ঃ কিশোর ভবন, ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪৮ ৪৪৩৭ / ৯০৯১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২২৪৩ ০১৭৭, ই-মেল ঃ mail@luxmitea.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী বন্দোবস্ত সেকশান ১২৪(৬) কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশান অ্যান্ড প্রোটেকশান ফাণ্ড (আইইপিএফ) অথরিটি (গননা, হিসাব, হস্তান্তর, প্রত্যর্পণ) ধারা, ২০১৬ সময় সময় সংশোধনী (ধারা), কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার যে লভ্যাংশ প্রদান হবে তার ভিত্তিতে, যদি অপ্রদেয় বা দাবিহীন অবস্থায় থাকে বিগত সাত বছর ধরে যা হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষকে সাত বছরের মেয়াদ শেষে।

কোম্পানির চিঠি তারিখ ০১ জুন, ২০২৩ পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে শেয়ারহোল্ডারদের সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায়, যাদের লভ্যাংশ পড়ে রয়েছে দাবিহীন অবস্থায় গত সাত বছর ধরে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে লভ্যাংশ পেতে দ্রুত আবেদন জানান। এই ধরণের শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে রেজিস্টার্ড অফিসে, যাদের শেয়ার হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে। শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করবেন যে উভয় অপ্রদেয়/ দাবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে সঙ্গে সমস্ত লাভ যা ওই শেয়ারের ক্ষেত্রে রয়েছে, যদি থাকে, তা ফেরত পেতে পুণরায় দাবী জানানো যাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে ধারা মোতাবেক পদ্ধতিগুলি পালন করার পর।

যদি কোন কারণে ওই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তরফ থেকে কোম্পানি কোনরূপ যোগাযোগ না পান ০৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখের মধ্যে কোম্পানি ধারা মোতাবেক সমস্ত বন্দোবস্ত মেনে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা হবে ধারা মোতাবেক কর্পোরেট অ্যাকশন মেনে।

উল্লেখিত শেয়ারহোল্ডারগন, যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর করার জন্য পড়ে রয়েছে তারা লক্ষ্য করবেন যে কোম্পানি জারি করবে নকল শংসাপত্র আসল শংসাপত্রের পরিবর্তে যেগুলি তারা ধরে রেখেছেন যে শেয়ার আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হবে আইইপিএফ ধারা মোতাবেক এবং এই জারি হওয়া, আসল শংসাপত্র যা রেজিস্টার্ড রয়েছে তাদের নামে তা বাতিল হবে এবং তা নিয়ে কোন দাবী করা যাবে না। শেয়ারহোল্ডাররা আরও লক্ষ্য করবেন যে বিস্তারিত তথ্য আপলোড করা হয়েছে কোম্পানি দ্বারা নিজেদের ওয়েবসাইটে যা পর্যাপ্ত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচিত হবে কোম্পানি দ্বারা নতুন জারি হওয়া শেয়ার শংসাপত্রের ক্ষেত্রে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষে ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তর করার জন্য আইইপিএফ ধারা মোতাবেক।

শেয়ারহোল্ডারদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে উপরোক্ত বিষয়ে তারা যোগাযোগ করতে পারেন আরটিএ, মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি., ২৩ আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় বা যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ০৩৩-২২৪৮, ০৩৩-২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেল ঃ mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানির সাথে ১৭ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১, যোগাযোগ ঃ ০৩৩-২২৪৮ ৪৪৩৭, ০৩৩৩-২২৪৮ ৪২২৭, ই-মেল ঃ abafna@luxmigroup.in।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লক্ষ্মী টি কো. প্রাইভেট লিমিটেড তরফে
আভা বাফনা
নোডাল অফিসার

তারিখ ঃ ০২.০৬.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

ওরিয়েন্ট মুভিটোন কর্পোরেশান লিমিটেড
CIN: L92142WB1946PLC013138
রেজি অফিস ঃ ৯এ, এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিরীক্ষিত (স্বতন্ত্র) আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র				
		ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.০৩.২৩ নিরীক্ষিত	পূর্বেকার ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	চলতি ৩ মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১.১২.২২ নিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২৩ নিরীক্ষিত	পূর্বেকার বছর শেষে ৩১.০৩.২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২৫.৬৪	২১.৮০	৭৪.১৫	৫২.০৮	২২৩.৮৫
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৭৮.৪৩)	(৬.১৬)	৩৮.০৮	(১৪৮.৪২)	৭৪.১৭
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রনী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৭৭.৯২)	(৬.১৬)	৩২.৮৪	(১৪৭.৯১)	৬৮.৯৩
৪	মোট ব্যাপক আয় মোট করে	-	-	-	০.২৭	-
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে	(৭৭.৯২)	(৬.১৬)	৩২.৮৪	(১৪৭.৬৫)	৬৮.৯৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতি) (মূল ও মিশ্র) (টাকা)	(২১.৩২)	(১.৬৮)	৮.৯৮	(৪০.৪৬)	১৮.৮৬

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ আর্থিক ফলাফল যা প্রেরণ করা হয়েছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশান অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫।

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উল্লেখিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং তারপর অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের এবং তাদের সভায় অনুষ্ঠিত, ২৯ মে, ২০২৩।
২) প্রয়োজনীয় অনুযায়ী হিসাবে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশান অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ বিধিবদ্ধ অডিটরদের সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ আর্থিক ফলাফল।

বোর্ডের তরফে
ওরিয়েন্ট মুভিটোন কর্পোরেশান লিমিটেডের
স্বা / - গৌরব কানাজলিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 00389347

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Br.-VI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/VI/055/006/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Maintenance of bustee drainage systems at surrounding area of 59/C/H/2 Sambhu Babu Lane, 2A/H/6 Chatu Babu Lane etc. in Ward No.-55.** Estimated Cost (including GST & Cess): **₹ 2,99,827.00**. Earnest Money: ₹ **6,100.00**. Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: KMC/VI/055/007/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Improvement of bustee drainage system at 26/H/1 Onrait 1st Lane in Ward No.-55.** Estimated Cost (including GST & Cess): **₹ 4,86,073.00**. Earnest Money: ₹ **9,800.00**. Period of Completion: **40 days.**

(3) NIT No.: KMC/VI/055/008/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Improvement of bustee concrete road surface at Onrait 1st Lane in Ward No.-55.** Estimated Cost (including GST & Cess): **₹ 4,94,157.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **40 days.**

(4) NIT No.: KMC/VI/062/004/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Repairing of bustee latrine at 46, 32 Taltala Lane, 42 Imdad Ali Lane etc. in Ward No.-62.** Estimated Cost (including GST & Cess): **₹ 3,49,532.00**. Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/VI/062/005/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Repairing of bustee IP and concrete passage at 33, 34, 35 Taltala lane, Aga Mehdi Street and adjoining bustee area in Ward No.-62.** Estimated Cost (including GST & Cess): **₹ 3,99,487.00**. Earnest Money: ₹ **8,100.00**. Period of Completion: **40 days.**

(6) NIT No.: KMC/VI/062/007/2023-2024/D Name of Work: **Restoration of asphaltum and IP surface at Nawab Abdul Latif Street from 29/2 Abdul Halim Lane to 85/2 Ripon Street disturbed by Water Supply Department in Ward No.-62.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **4,67,024.00**. Earnest Money: **₹ 9,400.00**. Period of Completion: **40 days.**

(7) NIT No.: KMC/VI/062/006/2023-2024/R/BUSTEE Name of Work: **Maintenance of bustee drainage systems at surrounding area of 1/H/3, 36E, 14 Aga Mehdi Street, Taltala Bustee, N. A. Latif Street etc. in Ward No.-62.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **3,49,498.00**. Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **40 days.**

(8) NIT No.: KMC/BR-VI/PUMPS/2023-2024 Name of Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 03 Nos. portable Pumps of size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from Water Logging Pockets of Ward – 53, 54, 55, 60, 61 & 62 and also as per necessity under Br.-VI.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **2,25,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **139 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **12.06.2023 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). Tender opened on: **14.06.2023 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **03.06.2023 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7) & **02.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 8) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-V/G.R.U., KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/03 Name of Work: **Repairing & Renovation work for bustee lighting system at Bangla Bustee, Alif Nagar Bustee, Ata Bag Bustee & bustee surrounding area in Ward No.-134.** Estimated Amount: ₹ **1,49,628.12.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/04 Name of Work: **Repairing & Renovation works of lighting arrangement at Kasai Para Bustee, Lidhi Para Bustee and others bustee surrounding area in Ward No.-135.** Estimated Amount: ₹ **1,49,828.10.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/05 Name of Work: **Repairing & Renovation work for bustee lighting system at Nishar Mistry Bustee, Mastana Building Bustee, Muchipara Bustee & bustee surrounding area in Ward No.-136.** Estimated Amount: ₹ **1,49,406.93.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of Submission of Bid: **19.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/01 (2nd Call) Name of Work: **Engagement of Electrical Night Gang for emergency breakdown restoration disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Br.-XV.** Estimated Amount: ₹ **1,84,870.32.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **214 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **14.06.2023 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **07.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) & **06.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (E)/Ltg./Z-VI, KMC** invites tender online two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/1/23-24 Name of Work: **Supply & Installation of three numbers of A.C. machine and electrical wiring with accessories at Ward Office of 124 under Br.-XVI.** Estimated Amount: ₹ **1,34,623.00.** Earnest Money: **₹ 2,700.00.** Period of Completion: **5 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/3/23-24 Name of Work: **Improvement of street lighting system by energy efficient LED fittings at no light areas of 22 Bigha,, Kajir Chalk and other different areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: **₹ 4,93,654.00.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **23 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/4/23-24 Name of Work: **Installation of street lighting system by energy efficient LED light fittings at no light areas of Kalyan Nagar, Dhalipara, Aurobindanagar, Srijani, Debdut Society and other different areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: ₹ **4,99,427.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **23 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG-VI/123/3/23-24 Name of Work: **Renovation work of electrical panel box & electrical wiring system of KMC Abahan Community Hall at Sakher Bazer in Ward No.-123.** Estimated Amount: ₹ **1,98,147.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG-VI/123/5/23-24 Name of Work: **Supply of LED fittings for street lighting system at Sarat Chandra Road in Ward No.-123.** Estimated Amount: ₹ **2,98,836.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **10.06.2023 – 12 Noon.** (For Sl. No. 1 to 5). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **12.06.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on **02.06.2023 – 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (C)/Br.-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/014/B3/23-24 (1st Call) Name of Work: **Repairing of bustee passage at 225/H/75 B. M. Road (Khudirum Pally), 1/1/H/30, 16/1/H/46 M. P. Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **3,99,543.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00**.

(2) NIT No.: KMC/EE-III/014/B4/23-24 (1st Call) Name of Work: **Repairing of bustee sanitary latrine at 16/1/1/H/12 M. P. Road, 21/1/H/5 C. E. Road, 32 B. B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated Cost (including GST & Cess): ₹ **4,49,608.00**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid: **09.06.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid: **12.06.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/EE-III/13/5/23-24 (1st Call) Name of Work: **Repair of road surface and passage at 68/3/1/C Bidhannagar Road and surrounding areas in Ward No.-13 disturbed by W/S Deptt.** Estimated Cost: ₹ **1,95,790.89**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **13.06.2023 upto 12 Noon**. Date and Time of opening of Tender: **15.06.2023 on or after 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) & **06.06.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (E), KMC** invites tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-08/23-24 (1st Call) Name of Work: **Operation and Maintenance of Electrical Installation, Fittings, Fixtures of SS Hogg Market New Complex PH-II under KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,67,280.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.**

(2) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-02/23-24 (1st Call) Name of Work: **Day to day operation and maintenance of 40 KVA, 3Ph DG Set at HUDCO Building under KMC.** Estimated Amount: **Open.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.**

(3) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-03/23-24 (1st Call) Name of Work: **Day to day operation and maintenance of drinking and bathroom water pumps (6 nos.) at HUDCO Building under KMC.** Estimated Amount: **Open.** Earnest Money: ₹ **3,700.00.**

(4) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-09/23-24 (1st Call) Name of Work: **Annual Comprehensive Maintenance of AC Machines at HUDCO Building (4th, 5th, 6th and 8th floors), under KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,72,478.04.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **365 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last Date and Time of Submission of Bid: **16.06.2023 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

216/23-24

টলি-বলির টুকরো খবর

দাদুকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন আলিয়া

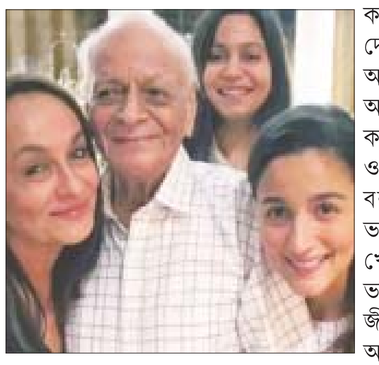

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন দাদু। যার জেরে IIFA -র পুরস্কার নিতে আবু ধাবিতেও যেতে পারেননি আলিয়া ভাট। একটা ফোন পেয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল বিমানবন্দর থেকে। তবে সেই মানুষটিকে আর বাড়ি ফেরাতে পারলেন না। দাদুকে হারিয়ে শোকাতুর আলিয়া। প্রসঙ্গত, আলিয়ার দাদু নরেন্দ্র রাজদান, মা সোনি রাজদানের বাবার মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৩। বিগত কয়েকদিন ধরেই ভুগছিলেন তিনি। ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। ছিলেন আইসিইউতে। তবে শেষরক্ষা আর হল না। এদিকে দাদুকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন আলিয়া ভাট। শৈশবের স্মৃতি হাতড়ে বলিউড অভিনেত্রী প্রয়াত দাদুর উদ্দেশ্যে এক আবেগতাড়িত বার্তাও দিয়েছেন। সঙ্গে ভিডিও। যেখানে গোটা পরিবার, নাতজামাই রণবীর কাপুরকে পাশে নিয়ে কেক কাটতে দেখা গেল তাঁকে। শোকাতুর আলিয়া লিখলেন, ৯৩ বছর বয়স অবধি গলফ খেলেছেন, এই বয়ে কাজ করেছেন। বিশ্বের সেরা ওমলেট বানাতেন। সেরা গল্প বলতেন। ক্রিকেট, আঁকা ভালবাসতেন। নাতনিদের সঙ্গে খেলেছেন। পরিবারকেও ভালবাসতেন। শেষ নিঃশ্বাস অবধি জীবনকে ভালবেসেছেন। এরপরই আলিয়ার সংযোজন, আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। তবে খুশিও। কারণ, দাদু আমাদের ভীষণ আনন্দ দিয়েছেন। যতদিন না দেখা হচ্ছে, ততদিনের জন্য ভালবাসা রইল।

লিওনার্দোর নতুন বান্ধবী, ভারতীয় কন্যা

প্রেম বড়ই কঠিন অনুভূতি। কী ভাবে এবং কখন জীবনে তার প্রবেশ ঘটে তা বোঝা কঠিন। এই যেমন হলিউড সুপারস্টার লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিয়োর কথাই ধরা যাক। বুধবার রাতের ঘটনা। লন্ডনের এক নামী রেস্তরাঁয় গোপনে প্রবেশ করলেন। পিছনে এলেন এক জনপ্রিয় মডেল কন্যা। ততক্ষণে আলোকচিত্রীরা তাঁদের ক্যামেরাবন্দি করে ফেলেছেন। ফলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীরা থাকলেও গোপনীয়তার যাবতীয় চেষ্টা বিফলে গিয়েছে। ছবি ছড়িয়ে পড়তেই নেটদুনিয়ায় আলোচনা শুরু, আবার প্রেম করছেন 'টাইটানিক'-এর জ্যাক। তা হলে সঙ্গে 'রোজ' কে? লিওনার্দোর সঙ্গে কে ছিলেন? ব্রিটিশ মডেল কন্যার নাম নীলম গিল। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ২৮ বছরের এই তন্বীটি কিন্তু লিওর থেকে প্রায় ২০ বছরের ছোট। ছড়িয়ে পড়া ছবি থেকে আরও তথ্য জানা গিয়েছে। লিওর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বেশ কয়েকজন বন্ধু। মজার বিষয়, এসেছিলেন অভিনেতার মা ইরমেলিন ইন্ডেনবির্কেন। যা দেখে অনেকেই মনে করছেন 'পাকা দেখা' সেরে ফেলেছেন লিও। মায়ের সঙ্গে প্রেমিকাটির আলাপ করিয়ে দিতেই নাকি এই বিশেষ ডিনারের পরিকল্পনা। লিওর পরনে ছিল কালো জ্যাকেট। মাথায় ছিল কালো ক্যাপ, মুখে মানানসই কালো মাস্কে ঢেকে তিনি ক্যামেরা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। অন্য দিকে, নীলমের পরনে ছিল কালো পোশাক। গত সপ্তাহেই কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই যুগলকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তার পর থেকেই দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। অবশ্য এর আগেও মডেল কন্যাদের সঙ্গে ডিনার ডেটে দেখা গিয়েছে লিওনার্দোকে। গত মাসেই ম্যানহাটনে আন্তর্জাতিক মডেল জিজি হাদিদের সঙ্গে ডিনার ডেটে গিয়ে ক্যামেরাবন্দি হয়েছিলেন 'দ্য ডিপার্টেড' খ্যাত অভিনেতা। মার্চ মাসে তাঁদের অস্কারের পার্টিতেও দেখা গিয়েছিল।

মেট্রো পরিষেবাগুলি ৪ জুন থেকে প্রতি রবিবার সকাল ১০.০০ টায় চালু হবে

কলকাতা, ১ জুন ঃ নিয়মিত ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি মেগা পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে। এই পাওয়ার ব্লক নেওয়া হবে ০৪.০৬.২০২৩, ১১.০৬.২০২৩, ১৮.০৬.২০২৩ এবং ২৫.০৬.২০২৩ (রবিবার)। এই জন্য, মেট্রো পরিষেবা ১০.০০ টা থেকে আবার শুরু হবে। ০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে। প্রথম পরিষেবা- কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দম দম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে) দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ১০.০০ টায় (০৯.০০ ঘন্টার পরিবর্তে)। শেষ পরিষেবা- ২১.২৭ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। (অপরিবর্তিত) ২১,২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) ২১,৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। (অপরিবর্তিত) ২১,৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম। (অপরিবর্তিত) শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেলওয়ে এই পুনঃনির্ধারণের কারণে অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় মেট্রো কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন।

মুম্বইয়ে জেজে হাসপাতালে ধর্মঘটে ৭৫০ আবাসিক চিকিৎসক

মুম্বই, ১ জুন ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেজে হাসপাতালের ৭৫০ আবাসিক চিকিৎসক অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন। এর জেরে এখানকার স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীরা পরিষেবা পেতে ভুগতে হচ্ছে। অন্যদিকে হাসপাতালের প্রধান ডাঃ পল্লবী সাপলে জানান, স্বাস্থ্য সেবায় কোনো প্রভাব পড়েনি।

ধর্মঘটী চিকিৎসকদের অসন্তোষের অবসানের চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, বুধবার জেজে হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকরা ডাঃ তাতিয়ারাও লাহানে এবং ডাঃ রাগিনী পারেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। এই বিষয়ে চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ রাগিনী পারেখ, বরিষ্ঠ ডাঃ তাতিয়ারাও লাহানে, ডাঃ শশী কাপুর, ডাঃ দীপক ভাট, ডাঃ স্যালি লাচনে, ডাঃ প্রীতম সামন্ত, ডাঃ স্বর্ণজিত সিং ভাট্টি, ডাঃ অশ্বিন বাফনা এবং ডাঃ হেমালিনী মেহতা বুধবার সন্ধ্যায় পদত্যাগ করেন। আবাসিক চিকিৎসকরা অভিযোগে বলেছেন, ছয় মাসের পুরনো চিকিৎসকদের ছানি অপারেশন করতে দেওয়া হচ্ছে না, নতুন চিকিৎসকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ডাঃ তাতিয়ারাও লাহানে বলেন, নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র তিন বছরের পুরনো ডাক্তারদেরই ছানি অপারেশন করার অধিকার রয়েছে। আবাসিক চিকিৎসকদের অভিযোগের পর তাদের কথা শুনতে রাজি নন জেজে হাসপাতালের প্রধান। যে কারণে এখন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে, তাই আমরা ৯ জন চিকিৎসক পদত্যাগ করেছি। জেজে হাসপাতালের প্রধান ডাঃ পল্লবী সাপলে বলেছেন, কোনও ডাক্তারের পদত্যাগ তার অফিসে পৌঁছায়নি। চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ রাগিনী পারেখের ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে থাকার আবেদন তার অফিসে এসেছে। আবাসিক চিকিৎসকদের অভিযোগের তদন্ত এখনও চলছে। তিনি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। বর্তমানে হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার কোনো প্রভাব নেই।

পৌরাণিক কাহিনীর অসাধারন মিশেল রিয়েল-টাইমে! কতটা জমজমাট হল অসুর-২

অসুর -১ দেখার পর দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন অসুর-২ এর জন্য। এই ক্রাইম ড্রামা সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ার্সি, বরুন সোবতি, রিধি ডোগরা এবং আওপ্রিয়া গোয়েঙ্কা প্রমুখ। স্বঘোষিত অসুর হিসাবে নিজেকে বর্ননা করা সমাজে যে হত্যালীলা চালাচ্ছিল তাকে বিরত করতে সিবিআই এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কী কী পন্থা নেনে এবং তাতে তারা সাফল্য পান কী না তা নিয়েই ক্রমেই প্রসারিত হয় গল্প। উল্লেখ্য, অসুরের প্রথম অংশে পুলিশ এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সিরিয়াল কিলারের প্যাটার্ন, সমস্ত হত্যার কারণ এবং এই সবের জন্য একজন সম্ভাব্য সন্দেহভাজন কে হতে পারে তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২০তে সিরিজটি একটি চমকপ্রদ ক্লিফহ্যাঙ্গারের সাথে শেষ হয়েছিল যা অমে ওয়াঘের রসুল শেখকে, স্ব-ঘোষিত অসুরের একজন শিষ্য হিসাবে প্রকাশ করেছিল শুভ যোশী। অসুর মরসুম ২ শুরু হয় এই দৃশ্যপটের অবতারনার মধ্যদিয়ে, যেখানে দেখা যায় ধনঞ্জয় ডিজে রাজপুত তার স্ত্রী এবং সেইসঙ্গে বন্ধু এবং তদন্তকারী অফিসার লোলার্ক দুবে হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েন, এবং নিজের মনকে শান্তনা দিতে পৌঁছান এক মনেস্ট্রিতে। অন্যদিকে, নিখিল নায়ার (সোবতি) এবং তার স্ত্রী নয়না (গোয়েঙ্কা) তাদের মেয়েকে হারানোর পর নিজের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত, সিজন-১ ঠিক যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে শুরু হয় সিজন-২। নির্মাতা গৌরব শুক্লা, লেখক নীরেন ভাট, অভিজিত খুমান, এবং প্রণয় পটবর্ধন অতি দক্ষতার সঙ্গে সে রহস্য তৈরী করেছিলেন প্রথম পার্টে ঠিক সেই নির্যাসটি বর্তমান রেখেই শুরু করেন দ্বিতীয় সিজনের প্রেক্ষাপট। এই সিজনে দেখা যায় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নিখিল ,সিবিআই এবং পলের নির্দেশে অন্য একটি গোপন তদন্তকারী দল একত্রে কাজ করতে শুরু করে, এদিকে, অসুরের আসল পরিচয়, তার উদ্দেশ্য এবং এটি কীভাবে এবং কোথায় শুরু হয়েছিল সহ শেষ অংশে উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই সিজনে। পরিচালক ওনি সেন পৌরাণিক কাহিনীকে নতুন-যুগের প্রযুক্তি দিয়ে চটকদার ও রহস্যময় ভাবে তৈরী করেছেন যাতে করে দর্শক প্রতি মুহুর্তে রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ হয়। তবে এই সিজনের শেষটা শেষ হয়েও হল না , এই সিজনের চিত্রনাট্যের সমাপ্ত আভাস দিচ্ছে যে অসুরের আবার একটা সিজন আসতে চলেছে। গল্প, পরিচালনা, সাসপেন্স, নাটক এবং পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে অসাধারন, এবং এর চিত্রনাট্য দর্শকদের এক অজানা অন্ধকার জগতের সাথে পরিচয় করাবে যার প্রতিটি মুহুর্তে দর্শক রোমাঞ্চিত ও রহস্যাবৃত্ত হবে। শেষে বলে রাখি অসুরের এই সিজন টি আপনি জিও সিনেমায় বিনামূল্যে দেখতে পাবেন।

মৌমাছির তাড়া, নাজেহাল 'ব্যোমকেশ দুর্গরহস্য' টিম

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ' টিম। 'ব্যোমকেশ দুর্গরহস্য'র শুটে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চলছিল শুটিং। সেখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি অতিষ্ঠ করে তোলে গোটা টিমকে। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের কানে হুল ফোটানোর পাশাপাশি কামড় বসিয়েছে ডিওপি সৌমিক হালদার-সহ আরও কয়েকজনের শরীরে। অতঃপর ভিন প্রদেশে বানচাল ব্যোমকেশ-এর শুট। আউটডোর শুটে ভাগ্য সবসময়ে সহায় থাকে না। স্থানীয় লোকজনদের সামাল দেওয়া থেকে শুরু করে খারাপ আবহাওয়া, দুর্ঘটনা.. এহেন বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এবার মৌমাছির তাড়া খেয়ে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে নাজেহাল। জানা গিয়েছে, সৃজিত এবং সৌমিক-সহ টিমের আরও কয়েকজনকে মৌমাছি কামড়েছে। একদিকে পরিচালকের কান ফুলে ঢোল। অন্যদিকে সিনেম্যাটোগ্রাফার সৌমিকের পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। মৌমাছির হুলের জ্বালায় কাতরাচ্ছেন সকলে। সবমিলিয়ে মধ্যপ্রদেশে শুট করতে গিয়ে সৃজিতের 'ব্যোমকেশ দুর্গরহস্য' টিম পড়েছে মহাফাঁপড়ে। যার জেরে কিছুক্ষণের জন্য শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিল তাঁদের। প্রসঙ্গত, সৃজিতের 'ব্যোমকেশ দুর্গরহস্য' সিরিজে সত্যান্বেষীর ভূমিকায় দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্য্যকে। সত্যবতী সোহিনী সরকার এবং অজিতের চরিত্রে থাকছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ণাটকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বায়ুসেনার কিরণ হেলিকপ্টার, উভয় পাইলট সুরক্ষিত

চামরাজানগর, ১ জুন ঃ কর্ণাটকের চামরাজানগরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি কিরণ হেলিকপ্টার। বৃহস্পতিবার চামরাজানগর জেলায় খোলা জমিতে বায়ুসেনার ট্রেনার বিমানটি ভেঙে পড়ে। মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই আগুন ধরে যায়, সৌভাগ্যবশত উভয় পাইলট বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বায়ুসেনা। বায়ুসেনা জানিয়েছে, নিয়মিত প্রশিক্ষণের সময় বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের চামরাজনগরে বায়ুসেনার একটি কিরণ ট্রেনিং বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। উভয় এয়ার ক্রু নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। দুর্ঘটনার কারণ জানতে কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ার পর স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা

কলকাতা , ১ জুন ঃ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ভারতের প্রথম সেমি হাই স্পিড ট্রেন যা অতি দ্রুত গতিবেগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম এবং আধুনিক যাত্রী স্বাচ্ছন্দযুক্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের ১৫

ফেব্রয়ারি নয়াদিল্লি ও বেনারস এর মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন এই ট্রেন। অত্যাধুনিক সেমি হাই স্পিড এই ট্রেনগুলির নকশা আমাদের দেশেই তৈরি এবং বর্তমানে চেন্নাই এর ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে এই ট্রেন সেটগুলি উৎপাদিত হচ্ছে। ট্রেন সংঘর্ষ প্রতিরোধী 'কবচ' ব্যবস্থা সহ আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য সংক্রান্ত বিধি মেনেই এই ট্রেনগুলি উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রতি ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগে চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এই ট্রেনগুলি। বর্তমানে সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চালানো হচ্ছে এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। যাত্রীদের এক নতুন যাতায়াত ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করানোই এই ট্রেন চালানোর মুখ্য উদ্দেশ্য। গতি , সুরক্ষা এবং উন্নত পরিষেবা-এই ট্রেন এর তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখনও পর্যন্ত, ১৮ টি রুটে ৩৬ টি পরিষেবা দিচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। দেশের ২২ টি রাজ্যের ১০০ টি জেলাকে যুক্ত করেছে এই ট্রেন। যার ফলে উপকৃত হচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা। বর্তমানে ৯৯ টি স্টেশনের যাত্রীদের পরিষেবা দিচ্ছে এই ট্রেন। ২১.০৫.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৩৮,৪৩,৯৩৪.১২ কিমি পথ অতিক্রম করেছে যা এই পৃথিবীকে ৯৫.৬৪ বার প্রদক্ষিণ করার সমতুল্য। জনমনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। বন্দে ভারতে সফর করতে যে তারা অত্যন্ত উদগ্রীব তা এই ট্রেনগুলির আসন সংরক্ষণ তালিকা থেকে পরিস্কার। ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩০.৫.২০২৩ পর্যন্ত সমস্ত বন্দে ভারত পরিষেবা যাত্রীদের থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছে। ৩৬ টি পরিষেবার সমস্ত আসন ভর্তি ছিল। পরবর্তী বন্দে ভারত পরিষেবা চলবে গোয়া -মুম্বাই রুটে। আগামী জুন, ২০২৩ এর মধ্যে দেশের সমস্ত রাজ্যে পৌঁছে যাবে মর্যাদার প্রতীক এই ট্রেন। যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিষেবা অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার, চন্ডিগড়, ছত্তিসগড়, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব , রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ।

হিমাচলের মান্ডিতে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস, কয়েকজন আহত

মান্ডি, ১ জুন ঃ বৃহস্পতিবার হিমাচলের মান্ডি জেলার কারসোগ মহকুমার অধীন মান্ডি-কারসোগ মহাসড়কের ভানেরায় সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় বাসটি, কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নেমে যায় ও একটি গাছে ধাক্কা মেরে থেমে যায়। কয়েকজন যাত্রী জানিয়েছেন, গাছে ধাক্কা মারার পর বাসটি না থামলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। মান্ডির এসপি সৌম্য সাম্বাসিভান বলেন, বাসটি কারসোগ এলাকায় রাস্তা থেকে নিচে পড়ে যায়। ৪০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ভুল সংশোধন

গত বুধবার ১ জুন ২০২৩ দুরন্ত বার্তা পত্রিকার ৬ নম্বর পাতায় 'হর ঘর ধ্যান' শীর্ষক সংবাদে যে ছবি লাগানো হয়েছে তা আসলে মুখ্য সংবাদের ছবি নয়, ভুল বসতঃ ছবিটি ছাপানো হয়েছে। ভুল ছবি ছাপানোর জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। সম্পাদক।

রাজস্থানে ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার ঘোষণাকে কটাক্ষ করলেন মায়াবতী

লখনউ, ১ জুন ঃ রাজস্থানে ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার কংগ্রেসের এই ঘোষণাকে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী। এর পাশাপাশি তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেছেন, নির্বাচন আসার সাথে সাথে এই দলগুলি অনেক প্রলোভন এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুটি টুইট করেছেন মায়াবতী। প্রথম টুইটে তিনি লেখেন, 'রাজস্থানে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন আসতেই কংগ্রেস সরকারের তরফে রান্নার গ্যাস ৫০০ টাকায় দেওয়ার ঘোষণা। যেখানে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উচিত ছিল সরকার গঠনের পাঁচ বছর আগেই এই কাজটি করা। অন্যদিকে, আরেকটি টুইটে লেখা হয়েছে, 'রাজস্থানের মতো ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস জনস্বার্থ ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যর্থ হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি এবং তেলেঙ্গানার বিআরএস সরকার তাদের সরকার বাঁচাতে অনেক প্রলোভন ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ইত্যাদির আশ্রয় নিয়েছে। উপরোক্ত চারটি রাজ্যের জনগণ মূল্যস্ফীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনগ্রসরতা ইত্যাদি দূর করতে এবং রাজ্যের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ঘটাতে এই দলগুলোর সরকারকে পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু এই দলগুলোর সরকার জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

সাক্ষী হত্যাকাণ্ড ঃ অভিযুক্ত সাহিলের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ দিল্লির রোহিণী আদালত ১৬ বছর বয়সী সাক্ষীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সাহিলের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল ৩ দিন। বৃহস্পতিবার সাহিলের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাকে আদালতে পেশ করা হয়। দিল্লি পুলিশ গত ২৯ মে উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর থেকে সাহিলকে গ্রেফতার করে। খুনের ব্যবহৃত ছুরিটি অভিযুক্ত হরিদ্বার থেকে কিনেছিল বলে দাবি করেছে পুলিশ। খুনের পরও সাহিল পার্কে ঘোরাঘুরি করেছিল, জেরায় স্বীকার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। খুনের পর দিল্লির রোহনী শাহবাদ ডেয়ারি এলাকায় একটি পার্কে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে সে। এরপরই রিঠালায় যায়। প্রমাণ লোপাটের জন্য রিঠালার একটি বনাঞ্চলে ছুরিটি ফেলে দেয় অভিযুক্ত। এরপরই গ্রেফতারি এড়াতে মোবাইলের সুইচ-অফ করে দেয়। জেরায় সাহিলের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুলিশের আরও দাবি, খুনে ব্যবহৃত ছুরিটি জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার পর একটি রিক্সা করে সময়পুর যায়। সেখানকার একটি মেট্রো স্টেশনে রাত কাটায়। ঘটনার পরের দিন সকালে সময়পুর থেকে আনন্দ বিহারে গিয়েছিল বুলন্দশহরের বাস ধরার জন্য। গ্রেফতারের ভয়ে বুলন্দশহর যাওয়ার পথেও বেশ কয়েকবার অভিযুক্ত বাস বদল করে বলেও পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে। পুলিশের মতে, ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগেই নাবালিকা প্রেমিকা সাক্ষীকে খুনের পরিকল্পনা নিয়েছিল সাহিল। খুনের ১৫ দিন আগে ছুরিটি হরিদ্বার থেকে কিনেছিল। তবে, এখনও পর্যন্ত খুনে ব্যবহৃত ছুরি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা যায়নি। জেরায় সাহিল বারবার তার বয়ান পরিবর্তন করেছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত জানিয়েছে, বেশ কয়েকদিন আগে সাক্ষীর সঙ্গে ঝাব্রু নামে এক যুবকের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এরপর সাহিলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে নাবালিকার। এই নিয়ে ঝাব্রু এবং সাক্ষীর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সেই আক্রোশ থেকে খুনের পরিকল্পনা সাহিল নিয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান। এদিকে, খুনের যে ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে রাজধানীর পুলিশ। ভিডিওতে সাহিলকে ছুরি নিয়ে হামলা করতে দেখা যায়। খুনের সময় আটজন প্রত্যক্ষদর্শীকে ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রসঙ্গত, রবিবার রোহিনীর শাহবাদ ডেয়ারি এলাকায় প্রকাশ্যে নাবালিকা প্রেমিকাকে খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। সোমবারই উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর থেকে অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর সাক্ষীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়ে। দিল্লির একটি আদালত অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ৩০ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সাহিলকে পুলিশ হেফাজতে পাঠায় আদালত। বৃহস্পতিবার ফের সাহিলকে আদালতে তোলা হলে আরও ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিচারক ।

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের ব্রিকস, জি-২০-সহ নানা বিষয়ে মতবিনিময়

কেপটাউন, ১ জুন ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের ফাঁকে বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ভারত ও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর একটি ছবি টুইট করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, ব্রিকস, জি-২০, এসসিও- সহ নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করে খুশি ব্যক্ত করেছেন জয়শঙ্কর।

পুলওয়ামাতে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, বৃষ্টি চলেছেই

শ্রীনগর, ১ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় ভূমিধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি বাড়ি। যদিও, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার চাঁদগাম তাহাব এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অবিরাম বৃষ্টির কারণে চাঁদগাম এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে একটি আবাসিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তহসিলদার পুলওয়ামা মোহাম্মদ ইকবাল জানিয়েছেন, চাঁদগ্রামে একটি আবাসিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও জানান, পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি বসবাসকারী অন্যান্যদের নিরাপত্তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে ববৃষ্টি হয়েই চলেছে। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে বিরামহীন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টি ও দমকা হাওয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ৩ জুনও একই রকম আবহাওয়া থাকবে।

চাইবাসায় মাওবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ, উদ্ধার চারটি আইইডি

পশ্চিম সিংভূম, ১ জুন ঃ পশ্চিম সিংভূম (চাইবাসা) জেলার টোন্টো থানার তুম্বাহাকা গ্রামে যাওয়ার পথে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করার ষড়যন্ত্র বৃহস্পতিবার ফের নস্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনী চারটি আইইডি বোমা উদ্ধার করেছে। সব আইইডি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া আইইডিতে রয়েছে ৫০ কেজির একটি, পাঁচ কেজির একটি, আট কেজির দুটি বিস্ফোরক। পুলিশ সুপার আশুতোষ শেখর বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ নকশাল সংগঠন সিপিআই মাওবাদীর শীর্ষ নেতা, মিসির বেসরা, আনমোল, মোচু, চমন, কান্দে, অজয় মাহতো, সাগেন আঙ্গারিয়া, অশ্বিন সহ তাদের স্কোয়াড সদস্যরা কোলহান এলাকায় নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে আইইডি বোমা স্থাপন করা হয়েছিল।

দুহাজার নোট বদলে পরিচয়পত্র চেয়ে মামলা, দ্রুত শুনানির আরজি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ দুহাজার টাকার নোটের জনস্বার্থ মামলায় জরুরি শুনানির আরজি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। পরিচয়পত্র ছাড়াই পালটানো যাবে ২ হাজার টাকার নোট- রিজার্ভ ব্যাংকের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল দিল্লি হাই কোর্টে। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে আদালত। দিল্লি হাই কোর্টের এই রায়ের বিরোধিতা করেই মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। মামলাকারীরা জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানালেও বৃহস্পতিবার তা খারিজ হয়ে যায়। রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে নির্দেশিকা দিয়ে বলা হয়, কোনও পরিচয়পত্র বা বিশেষ ফর্ম ছাড়াই বদলানো যাবে ২ হাজার টাকার নোট। তারপরেই দিল্লি হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন বিজেপি নেতা আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। তাঁর দাবি, কালো টাকার কারবারিদের ধরতেই ২ হাজার টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সেখানে পরিচয়পত্র ছাড়া নোট জমা দিলে সরকারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আবেদনে তিনি বলেন, মাত্র তিনদিনে ৫০ হাজার কোটি টাকার নোট বদলানো হয়েছে। পৃথিবীতে এহেন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে দিল্লি হাই কোর্টে আবেদন করেন বিজেপি নেতা। আবেদনে তিনি বলেন এমনভাবে নোট বদল হওয়া উচিত, যাতে কালো টাকা এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ চিহ্নিত করা যায়। পরিচয়পত্র ছাড়া যা সম্ভব নয়। আরও দাবি করেছেন, অধিকাংশ মুদ্রা হয় ব্যক্তিগত সিন্দুকে রয়েছে, নতুবা বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী, মাদক চোরাচালানকারী, খনি মাফিয়াদের মতো দুর্নীতিবাজদের কাছে মজুত রয়েছে। অতএব, পরিচয়পত্র ছাড়া নোট বদল অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত। তবে সেই মামলা খারিজ করে দিল্লি হাই কোর্ট। রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন উপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তাঁর আর্জি ছিল, এই মামলার দ্রুত শুনানি করুক শীর্ষ আদালত। সেই মতো বৃহস্পতিবার অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। তবে সুধাংশু ধুলিয়া ও কেভি বিশ্বনাথন জানিয়ে দেন, গরমের ছুটির সময়ে এই মামলার শুনানির প্রয়োজন নেই। অবকাশের পরে প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি শুরু হবে।

Name Change

I, Noor Islam Naskar, S/o Lt. Palan Naskar residing at 21/A, Watgunge Street, P.O- Khidderpore, P.S- Watgunge, Kolkata – 700023 declare that in the marksheet of West Bengal Board of Madrasah Education, my name has been wrongly recorded as NOOR ISLAM inplace of my acutual name NOOR ISLAM NASKAR as mentioned in my daughter's Voter Card and PAN Card. That Noor Islam and Noor Islam Naskar is the same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 31.05.23 sworn before the Court of the Ld. First Class Judicial Magistrate at Alipore, Dist South 24 Parganas.

Name Change

I RUMELI DUTTA W/O PRIYAM GHOSH R/O - P-216, UNIQUE PARK, DEBALAYA, PS-PARNASREE, Kolkata, 700034, West Bengal, INDIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMELI GHOSH. Timeline Ghosh & RUMELI DUTTA Both person are same. VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON DATE 27/05/2023.

Name Change

I, BABUSONA BAIDYA (old name) S/O KASHAM BAIDYA Resident of MADARAT MASJIDPARA, PO-MADARAT, PS- BARUIPUR, Baruipur, 743610 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BABU BAIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/06/2023. BABUSONA BAIDYA and BABU BAIDYA both are same and one identical person.

Name Change

I, VIKASH SINGH (old name) S/O KULDEEP SINGH Resident of Millineum App., Boral Lake Pally, PO- Boral, South 24 Parganas- 700154 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIKASH SINGH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 01/06/2023. VIKASH SINGH and BIKASH SINGH both are same and one identical person.

বাঁকুড়ায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বালি খাদে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি বিধায়ক ঘনিষ্ঠ যুব নেতা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১ জুন ঃ বালি খাদে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের ঘনিষ্ঠ যুব বিজেপি নেতা বিকাশ ঘোড়ুইকে। বালি ঘাটের মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপির ওই যুব নেতাকে গ্রেফতার করেছে ইন্দাস থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। গোটা ঘটনায় বিজেপি যুব নেতাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের একটি বালি খাদে গিয়ে সম্প্রতি কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের নাম করে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক তথা কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের ঘনিষ্ঠ বিকাশ ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ইন্দাস ব্লকের একটি বালি ঘাটের মালিক ইন্দাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর বুধবার রাতেই বিকাশ ঘোড়ুই নামের ওই বিজেপি যুব নেতাকে গ্রেফতার করে ইন্দাস থানার পুলিশ। ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের দাবি, বিকাশ ঘোড়ুই অত্যন্ত ভাল সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে ইন্দাস ও কোতুলপুরে বিজেপি যুব মোর্চা শক্তি বাড়াচ্ছে। তাতেই আশঙ্কিত হয়ে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে শাসক দল মিথ্যা অভিযোগে বিকাশ ঘোড়ুইকে ফাঁদিয়েছে। ঘটনা নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক লড়াই চলবে বলে জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের একটি বালি খাদে গিয়ে সম্প্রতি কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের নাম করে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক তথা কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের ঘনিষ্ঠ বিকাশ ঘোড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। এদিকে বিজেপির বিষ্ণুপুরের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহার দাবি, বিকাশকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। বহু দিন ধরে তিনি অবৈধ বালি খাদান বন্ধ করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাই পথের কাঁটা সরাতে পুলিশের সঙ্গে মিলে তৃণমূল বিকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেছে। তবে এই ভাবে বিজেপিকে বাংলায় রুখতে পারবে না তৃণমূল।

সিডিউল না দেখিয়ে চলছিল রাস্তা ঢালায়ের কাজ, বাঁধা দিলেন এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১ জুনঃ কান্দি থানার মহলন্দী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে পূর্বে বড়োদিঘির পাশ দিয়ে চলছিল ঢালায় রাস্তার কাজ , কিন্তু সেই কাজের কত টাকা টেন্ডার হয়েছে , কত মিটার কাজ হবে কিছুই জানে না গ্রামবাসীরা । শুধু তাই নয় স্কুলের জায়গা ঢালাইয়ের কাজ হলেও জানানো হয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষকে । ঢালাইয়ের কাজ শুরু হতেই বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা । যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। পরিস্থিতিতে সামাল দিতে ভুল স্বীকার করে নিয়ে ঢালায় কাজের সিডিউল দেখানো হয় গ্রামবাসীদের কাছে। তাতে দেখা যায়। ১১৪ মিটার দৈর্ঘ্য এবং প্রায় ১০ ফুট চওড়া রাস্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। কিন্তু ১০ ফুটের চওড়া কমিয়ে ৮ ফুট করা হয়েছে । তাই কংগ্রেস নেতা আবু হাইদার এবং হাসান মন্ডল ঘটনাস্থলে গিয়ে বলেন কাজ করতে কারো আপত্তি বা বাধা নেই কিন্তু সরকারি স্কিম বা সিডিউল মেনে কাজ কেন হচ্ছে না। এছাড়াও তারা দাবী করেন স্কুলের জায়গায় সরকারিভাবে ঢালায় রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি, এটা অন্যায়। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের সদস্যের প্রতিনিধি বিকেশ্বর মন্ডল বলেন সিডিউল আমরা টাঙিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু স্কুল ছুটির জন্য কথা বলা সম্ভব হয়নি। আপাতত কাজ সম্পূর্ণ হলে গ্রামবাসীরা উপকৃত হবে । এরপর সিডিউল মেনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন । গ্রামবাসীদের দাবী দীর্ঘদিন ধরে আমরা জল কাদায় কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যায়, এই প্রথম ঢালায় রাস্তা পাচ্ছি। আমরা চাই সেটা ভালো ভাবে হোক। এখন রাস্তা তৈরী না হলে স্কুল খুলে গেলে আর রাস্তা হবে না। কারণ এটা স্কুলের জায়গা। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে সরকারী স্কুলের জায়গাতে স্কুল কে না জানিয়ে কিভাবে রাস্তা করা সম্ভব হয় । যদিও এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

গরমে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়ালো মারওয়ারী মহিলা সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জুন ঃ বিভিন্ন কাজে পথে বের হওয়া মানুষকে ঠান্ডা জলের বোতলে চুমুক দিতে দেখা যায়। তীব্র গরমে মানুষের পাশাপাশি পশুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় অস্থিরতা। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে পথ চলতি মানুষদের ঠান্ডা পানীয় খাওয়ানো সকাল থেকেই দেখা গেল মারওয়ারী মহিলা সংগঠনকে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপপুরপিতা রাজেশ কুমার সিং। মহিলাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক কে কে কর্মকার জানান, এই গরমে খুব প্রয়োজন ছাড়া রোদে বের হওয়া যাবে না, স্যালাইন জল খেতে হবে, ডাবের জল খেলে ভালো। গরমে সিন্থেটিক পোশাক পড়া যাবে না। এই রোদের হাত থেকে বাঁচতে টুপি, ছাতা ও সানগ্লাস পড়ে বাইরে বের হওয়া উচিত। লাগাতার বাড়ছে সূর্যের জোর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আজ থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার তাপমাত্রা চড়তে শুরু করবে। আজ থেকে অন্তত ২ দিন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি থাকবে রাজ্যে। কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পর্যন্তও পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাস। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, পূর্ব মধ্যপ্রদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যার দরুন উত্তর-পশ্চিমের গরম শুকনো হাওয়া বইবে বঙ্গজুড়ে। দিনের তাপমাত্রা কমপক্ষে ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে। আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। পাশাপাশি তালিকায় রয়েছে মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুরেও। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়া রাজ্যের সব জেলাতেই বাড়বে গরম ও অস্বস্তি। উপকূলের জেলাগুলিতে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। পশ্চিমঞ্চালের জেলাগুলিতেও বাড়বে গরম। তবে উত্তর ও দক্ষিণের কিছু জেলাতে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচন্ড গরমের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের স্কুলগুলিতেও গরমের ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে মমতা সরকার। ছুটির সময়সীমা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১৫ জুন পর্যন্ত। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতায় পারদ পৌঁছাতে পারে ৩৮ ডিগ্রির কাছাকাছি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট কমতে শুরু করবে। আর অন্যদিকে দাপিয়ে বা।তে থাকবে তাপমাত্রা। ফের সূর্যের তাপে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। তাই আপাতত হাঁসফাঁস গরমে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গবাসী। রেহাই নেই উত্তরবঙ্গেরও।

সপ্তাহে ৭ দিনই কোচবিহার-কলকাতা বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ জুন ঃ এবার থেকে সপ্তাহে সাত দিনই কলকাতা- কোচবিহার বিমান পরিষেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান সংস্থা। ১ জুন থেকে সপ্তাহের প্রতিদিন বিমান চলাচল করবে। এত দিন সপ্তাহে ছয় দিন কলকাতা- কোচবিহার বিমান চলাচল করত। রবিবার বন্ধ থাকত পরিষেবা। তবে যাত্রীদের চাহিদামতো সপ্তাহে প্রতিদিনই বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান সংস্থা। ফেব্রুয়ারিতে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার সময় সপ্তাহে পাঁচ দিন চলত বিমান। ২২ এপ্রিল থেকে সপ্তাহে ছয় দিন চলছিল বিমানটি। কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, ‘১ জুন থেকে সপ্তাহের প্রতিদিন বিমান চলাচল করবে। আগামী দিনে আরও ভালোভাবে চলুক বিমানটি এটাই চাই। এই বিমান পরিষেবায় যাত্রীদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কোচবিহার-কলকাতা রুটে নয় আসনের বিমান চলছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। পূর্ত দফতর বিমানবন্দর যাওয়ার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করছে। জুন মাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ হবে।

শিলিগুড়ি হাসপাতালের লিফট সংস্কার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি , ১ জুন ঃ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা যাতে ভালো পরিষেবা পায় সে দিকটা নজর দিয়ে প্রতিনিয়ত বৈঠক করছেন জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে চেয়ারম্যান ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালে সুপার সহ জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নয়নেয় কাজ হাতে নিয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতি সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন চেয়ারম্যান। তার মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের লিফটে সংস্কার ও ওয়ার্ডের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ একাধিক বিষয়।

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার, চালু হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুন ঃ পরিবেশের কথা ভেবে এবার এলাকা থেকে আবর্জনা মুক্ত করতে উদ্যোগী হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। বৃহস্পতিবার সকালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তল গ্রামে ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। এদিন প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও বিপ্লব কুমার ঘোষ ও তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শকুন্তলা সিংহ। উপস্থিত ছিলেন উপ প্রধান মহবা বিবি, যুব সভাপতি রনি, INTTUC- র সভাপতি আব্বাস আলী, অঞ্চল সভাপতি আবুল হোসেন আশরাফী ও রাম প্রসাদ এবং জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ চৌধুরী সহ স্থানীয়রা। পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি নির্মিত হবে বলে পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে।এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন গোটা তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতবাসী। প্রসঙ্গত, তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আবর্জনা ফেলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বাজার সহ বিভিন্ন জনবহূল এলাকায় জমে থাকত আবর্জনার স্তুপ। গ্রামবাসীরা বারবার এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে এসেছে। অবশেষে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সেই দাবি পূরণ হল। পঞ্চায়েত সূত্রের খবর, তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চায়েতের তরফে গাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করবে সাফাই কর্মীরা। তার মধ্যে পচনশীল আর্বজনাকে পৃথক করে সেখান থেকেই তৈরী হবে জৈব সার। সেই জৈব সার ব্যবহার করতে পারবে এলাকার চাষীরা। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে। এই প্রকল্পের ফলে স্বচ্ছ এবং আবর্জনা মুক্ত গ্রাম গড়ে উঠবে এমনটাই মত এলাকাবাসীর।

মন্দিরে লুটপাটের সময় ডাকাতদের সাথে সংঘর্ষে আহত সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর , ১ জুন ঃ গভীর রাতে দাসপাড়া সন্যাসীতলা শিব মন্দিরে চুরি। দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর জখম এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছয়জন দুষ্কৃতী মন্দিরে চুরি করতে আসে।। সে সময় রাতে পাহারায় ছিল দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। তখন দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় দুষ্কৃতীদের মারে এক সিভিক ভলান্টিয়ার গুরুতর ভাবে জখম হয়। এরপর দুষ্কৃতীরা মন্দিরের দুটি দানপাত্র নিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। মন্দিরের চুরির ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মন্দির থেকে কিছুটা দুরে দানপাত্র থেকে টাকা পয়সা বের করে দানপাত্র গুলি ফেলে চলে যায় দুষ্কৃতীরা । বৃহস্পতিবার সকালে সেগুলো উদ্ধার করে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুস্তিগিরদের উপর পুলিশি নিপীড়ন এবং নজরুলকে ‘অচ্ছুত’ করার বিরুদ্ধে নবদ্বীপে এপিডিআরের পথসভা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ জুন ঃ কুস্তিগিরদের উপর রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ভারতের সংসদ ভবনকে গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে, নবদ্বীপসহ দেশের অন্যত্র কবি নজরুলকে ‘অচ্ছুত’ করার বিরুদ্ধে নবদ্বীপ শহরের রানীর ঘাট এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো । এপিডিআর নবদ্বীপ শাখার পক্ষ থেকে এক পথসভা। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্য সহ-সম্পাদক মৌতুলী নাগ সরকার, সহ সংগঠনের নবদ্বীপ শাখার বিভিন্ন নেতৃত্ব ও সদস্য, সদস্যারা। এদিনের কর্মসূচী থেকে মানবাধিকার কর্মী প্রতাপ চন্দ্র দাস বলেন, আমাদের দেশের বর্তমান শাসক মোদী সরকার হলো স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট এবং অবশ্যই উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রমোটার। সংবিধানে বর্ণিত ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র আদর্শকে অবমাননা করে ধর্মীয় পুজো যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সংসদ ভবন উদ্বোধন করে ‘গণতন্ত্র’কে হত্যা করে ‘ধর্মতন্ত্র’ ওরফে ‘হিন্দুত্ববাদ’ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সরকার ধর্ষকদের হয়ে পথে নামে, অথচ ধর্ষিতাদের সঠিক ন্যায় বিচার দিতে পারে না। এই সরকার মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেঁদে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাষ্ট্রের এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে সকলকে আরও বেশি করে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। এপিডিআরের রাজ্য সহ-সম্পাদক মৌতুলী নাগ সরকার বলেন, মহিলা কুস্তিগিরদের ওপর রাষ্ট্রের অমানবিক আচরণের তীব্র বিরোধিতা করছি। রাষ্ট্রকে জাতীয় খেলোয়ারদের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে এপিডিআরের পক্ষ থেকে বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের কঠোর শাস্তির দাবি জানাই।

শিলিগুড়ির থেকে উদ্ধার হরিণের কস্তুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ জুন ঃ শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ডের জেলখানার পাশে নির্জন রাস্তা থেকে একটি পরিতক্ত ব্যাংক থেকে উদ্ধার ৩৯ টি মৃগনাভি, যা কস্তুরী নামে পরিচিত জানা গেছে ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা দুই মহিলা রাস্তার দিয়ে যাবার সময় ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখে ব্যাগটি থেকে সুগন্ধ বের হচ্ছিল তাতে তাদের সন্দেহ হয় এবং তারা কস্তুরী গুলি দেখতে পায় এরপর খবর দেওয়া হয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভয়া বসকে তিনি এসে বনদপ্তরে খবর দেন এবং বনদপ্তরের কর্মীরা এসে কস্তুরীগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তবে কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো তা এখনো তদন্ত সাপেক্ষ।

ভাইপোকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল কাকা এবং কাকিমার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ জুন ঃ ভাইপোকে পিটিয়ে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো কাকু এবং কাকিমার বিরুদ্ধে । বুধবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকায়। এই ঘটনার পিছনে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ জড়িত রযেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একজনকে আটক করেছে পুলিশ বাকি অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছে। তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুকুমার সাহা ওরফে বিষ্ণু (১৯)। তার বাড়ি গোলামোড় এলাকায়। বুধবার রাতে দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। রাতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে কাকু প্রফুল্ল সাহা, কাকি দিপালী সাহা ও তাদের দুই ছেলে দীপঙ্কর সাহা ও প্রদীপ সাহা সহ মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরেই কাকু প্রফুল্ল সাহাকে পুলিশ আটক করেন এবং বাকিরা পলাতক বলে খবর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, সুকুমারকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন কাকু, কাকিমা ও তাদের দুই ছেলে। ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। মৃতের ভাই বিষ্ণু সাহা জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে বাড়ির সীমানা পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে তার কাকুর পরিবারের বিবাদ চলছিল। এই নিয়ে গ্রামে কয়েকবার সালিশি সভাও বসে। কয়েকদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় তার কাকু তাদের নামে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি পরিদর্শনও করে যায়। বুধবার বিকালে পুলিশ দুই পক্ষকে থানায় আসতে বলেন। উভয়পক্ষের বাদী-বিবাদীরা থানায় গেলেও বাড়িতে একাই থেকে যায় তার ভাই সুকুমার সাহা ও কাকুর দুই ছেলে দীপঙ্কর সাহা ও প্রদীপ সাহা। ইতিমধ্যে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে কাকুর দুই ছেলে সীমানা পাঁচিল ভাঙতে শুরু করেন। ভাই সুকুমার সাহা বাধা দিতে গেলে তারা বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। ভাই ফোন করে সব ঘটনা জানান। থানায় সমাধান হওয়ার আগেই তার কাকু ও কাকিমা বাড়ি চলে আসেন। ঘন্টাখানেক পরেই ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনতে পাই। বাড়িতে এসে দেখেন ভাই ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। তড়িঘড়ি করে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। তবে তার ভাই আত্মহত্যা করেননি, তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে খুন নাকি আত্মহত্যা।

প্রতিবেশী দেশের দমকল ইঞ্জিনের সহযোগিতায় রক্ষা পেল গোটা বাজার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জুন ঃ প্রতিবেশী দেশের দমকল ইঞ্জিনের সহযোগিতায় রক্ষা পেল গোটা বাজার। বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হল তিনটি দোকান। তবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের দমকলের ইঞ্জিনের সহযোগিতায় বড়সড় দুর্ঘটনা রক্ষা পেল ভারত-ভুটান সীমান্তের ব্যবসায়ীরা। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারাহাট ব্লকের ভারত ভুটান সীমান্তের চামুর্চি চেকপোস্ট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দোকানের মধ্যে একটি দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর প্রাথমিকভাবে এলাকার ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা নিজেরাই জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি, নিমেষের মধ্যেই আগুন আশেপাশের দোকানে ছড়াতে শুরু করে। বাসিন্দারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটান ও ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রে খবর দিলে ভুটান থেকে একটি ইঞ্জিন এসে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভারত ভুটান সীমান্তের এই এলাকা থেকে দমকল কেন্দ্র অনেক দূরে থাকায় সময়মতো ইঞ্জিন এসে পৌঁছোতে পারে না। আর এই কারণেই বানারহাটে দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবি করেন ভুটান সীমান্তের বাসিন্দারা। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে সেটি এখনো পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও, প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে একটা বিষয় দীর্ঘদিন থেকে উঠে আসছে ভারত ভুটান সীমান্তের চামুর্চি এলাকার বাসিন্দাদের যেকোন বিপদ আপদে পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের উপর নির্ভর করতে হয়। এমনকি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ভুটানের উপর নির্ভর করে থাকেন এই এলাকার বাসিন্দারা।

আউশগ্রামে পুলিশ ব্যারাকে এসআই-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আউশগ্রাম, ১ জুন ঃ পুলিশ ব্যারাক থেকে আধিকারিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য দেখা দিল আউশগ্রাম থানায়। এদিন সকালে আউশগ্রাম থানার ব্যারাকে নিজের ঘরে সাব ইন্সপেক্টর পুস্পেন ঘোষকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেন সহকর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান সহকর্মীদের। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বোঝা যাবে আসল কারণ। তার আগে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ আইসি আবদুল রউফ খান। বৃহস্পতিবার সকালে আউশগ্রাম থানায় ডিউটি ছিল এসআই পুস্পেন ঘোষের। নির্ধারিত সময় পরও তিনি হাজির না হওয়ায় তাঁর খোঁজে পুলিশ ব্যারাকে যান সহকর্মীরা। এসআইয়ের ঘরের জানলা দিয়েই তাঁরা দেখতে পান ঝুলন্ত দেহ। সহকর্মীরা জানান, আগের দিন নাইট ডিউটি করে ব্যারাকে ফিরেছিলেন এসআই। এরপর ফের আজ সকালে কাজে আসার কথা ছিল। তাঁদের বক্তব্য, তিন-চারদিন ধরে অত্যন্ত চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন পুস্পেন ঘোষ। খাওয়াদাওয়াও ঠিকমতো করছিলেন না। তাঁদের অনুমান, এসআই কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। সেই কারণেই আত্মঘাতী হলেন নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে এর নেপথ্যে, সেটাই জানার চেষ্টা হচ্ছে।

সিতাইয়ে তিনটি বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, সিতাই, ১ জুন ঃ কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার অন্তর্গত গোসানিমারি স্টেট ব্যাংকের অদূরে সাতসকালে ঘনবসতি এলাকায় তিনটি বোমা পড়ে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে দিনহাটা-সিতাই রাজ্য সড়কের ধারে স্টেট ব্যাংকের অদূরে তিনটি তাজা বোমা পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাজা বোমাগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/BX/91/01/2023-24/R
Name of the work: **Restoration of asph road near Premises No. 113/4 S. G. G, 17 Baikuntha Ghosh Road & 182/1H Bosepukur Road in Ward No.-91, BR-X.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,12,773.55.** Earnest money: **₹ 2,255.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/91/07/2023-24/R
Name of the work: **Restoration of asph road near Premises No. 117/A, 51/C Sarat Ghosh Garden Road disturbed by Jio Digital Fibre Pvt Ltd in Ward No.-91, BR-X.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,56,630.08.** Earnest money: **₹ 3,140.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **12.06.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid: **14.06.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023 (5 p.m) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : EEC/BX/95/3/2023-24/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of sewerage system at 1/55, 2/105 Azadgarh & 1/27 Gandhi Colony etc. in Ward No.-95, BR-X.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,49,653.35.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2023 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **17.06.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 (5 p.m).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/080/005/2023-2024
Name of the work: **Desilting of covered surface drain from junction of Dumayun Avenue to Subhas Bhavan (both side) and its adjoining areas along C. G. R. Road in Ward No.-80.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,11,911.70.** Earnest money: **₹ 8,250.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/080/009/2023-2024
Name of the work: **Desilting work of covered road side surface drain and its adjoining areas along Garden Reach Road in Ward No.-80.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,71,919.88.** Earnest money: **₹ 7,500.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **17.06.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/014/2023-2024/R
Name of the work: **Improvement of passage by cement concrete with allied works at T. G. Road and D. M. Bagan Lane near Premises No. M110/A, M110/C, M112, M118 etc. in Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,96,395.81.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2023 - 11 a.m.** Date of opening of tender: **17.06.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/011/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing and maintenance works of Labour Quarter for Phase-I (2023-24) in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,38,031.90.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/014/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing and maintenance of surface drain at Panchpara Lane, Majher Para, Amin Para etc. N/H/No. T-48, T-462, T-325, Y-328, Y-60, T-407/1 etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,84,176.89.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **19.06.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 & 3).** Date of opening of tender: **21.06.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 (5 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 & 3).**

(4) NIT No. : KMC/XV/133/012/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine with septic tank at different slum area in Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,058.30.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/XV/134/006/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Removal of silt & slush from sewer line with allied works at Matchiskol slum area in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,96,936.76.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/XV/134/009/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary Latrine with septic tank at Fathepur Village Road and other location in Ward No.-134, BR-XV under slum area.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,96,762.88.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/XV/134/021/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Construction of 3 nos. sanitary latrine with septic tank at different slum area in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,89,410.42.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **90 days.**

(8) NIT No. : KMC/XV/134/022/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Improvement of I.P. passage with allied works at Matchiskol slum area (Portion) in Ward No.-134, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,97,367.61.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **06.06.2023 - 12.00 noon (For Sl. No. 4 to 8).** Documents download/sell start date (online): **06.06.2023 - 4 p.m. (For Sl. No. 4 to 8).** Documents download/sell end date (online): **15.06.2023 - 4 p.m. (For Sl. No. 4 to 8).** Bid submission start date (online): **06.06.2023 - 4 p.m. (For Sl. No. 4 to 8).** Bid submission closing date (online): **15.06.2023 - 4 p.m. (For Sl. No. 4 to 8).** Bid opening date for technical proposals (online): **17.06.2023 - 4 p.m. (For Sl. No. 4 to 8).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4 to 8).**

(214/23-24)

‘এই আইপিএল ধোনির’ বলছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬তম সংস্করণ সদ্য শেষ হয়েছে। পঞ্চম বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। সংখ্যার নিরিখে ছুঁয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। তেমনই অধিনায়ক হিসেবেও রেকর্ড গড়েন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পাঁচটি আইপিএল ট্রফি জিতেছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই। এ বার সেই রেকর্ড ছুঁলেন ধোনিও। ফাইনাল ম্যাচটা যদিও ব্যাটার ধোনির জন্য স্বস্তির ছিল না। বিশ্বের সেরা ফিনিশারের বিশেষণ থাকা মহেন্দ্র সিং ধোনি দারুণ মুহূর্তে মাঠে নামেন। কিন্তু প্রথম বলেই আউট। তবে তাঁর হয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন রবীন্দ্র জাডেজা। শেষ দু-বলে ১০ রান রান প্রয়োজন ছিল সিএসকের। জাডেজা ছয় এবং বাউন্ডারিতে চেন্নাইকে জয় উপহার দেন। ফাইনালে ফিনিশার ধোনি ব্যর্থ হলেও, টুর্নামেন্টে তাঁর নেতৃত্ব, প্রতিটি ভেনুতে তাঁকে উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা পিসিবির প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজাও বলছেন, এই আইপিএল মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্যই সকলে মনে রাখবে। আর কী বলছেন? নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রামিজ রাজা বলেন, ‘‘এই আইপিএল হলুদ জার্সি এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওর ব্যক্তিত্ব, ধোনিম্যানিয়া, ওর নেতৃত্ব, ঠান্ডা মাথায় সব কিছু সামলানো, ওর কিপিং, বছরের পর বছর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’’ এরপরই যোগ করেন, ‘‘তবে সব কিছুর উর্ধ্বে, এই আইপিএল মনে রাখবে একটা মুহূর্তের। সুনীল গাভাসকরের মতো একজন কিংবদন্তি ধোনিকে বলেন তাঁর শার্টে অটোগ্রাফ দিতে! ধোনির কাছে এর চেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট আর কিছু হতে পারে না।’’

পাশাপাশি এ বারের আইপিএলে বেশ কিছু তরুণ ভারতীয় ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সেও মুগ্ধ প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার। তাঁর তালিকায় রয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জয়সওয়াল, কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিং, প্রিন্স অফ ক্রিকেট শুভমন গিল এবং সিএসকে ওপেনার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়।

দেশের হয়ে নেই, চোট নিয়েই কি আইপিএলে খেলেছিলেন রশিদ?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএল পর্ব শেষ করে বিদেশি ক্রিকেটাররা ভারত থেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। এ বার জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের পালা। ভারতীয় ক্রিকেটাররা যেমন উড়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে। সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তাই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা লন্ডনে রয়েছেন। আইপিএল শেষ হওয়ার পর দেশ-বিদেশের ক্রিকেটাররা লেগে পড়েছেন তাঁদের পরবর্তী ম্যাচের প্রস্তুতিতে। আগামী কাল থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হবে। তার আগে বড়সড় ধাক্কা খেল আফগান শিবির। দলের তারকা স্পিনার রশিদ খানকে প্রথম ২ ওডিআই ম্যাচে পাবে না আফগানরা। এই খবর জানিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে রশিদ কি চোট নিয়েই আইপিএলে খেলছিলেন? আইপিএলে রশিদ খান গুজরাট টাইটান্স দলে খেলেন। আফগান বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রশিদের পিঠের নীচের দিকে চোট রয়েছে। কখন, কীভাবে তাঁর এই চোট লেগেছে, তা পরিষ্কার বলা হয়নি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই

সিরিজের আগে বিরাট ধাক্কা খেল আফগান শিবির। তিনি যেহেতু সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলের ফাইনাল ম্যাচ পর্যন্ত খেলছিলেন, তাই প্রশ্ন উঠছে রশিদ খান কবে এই চোট পেয়েছেন? হঠাৎ করেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট দলে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়। এরপর তাঁর চোটের খবর এল। যদি তাঁর পিঠের নীচের অংশে চোট থাকে, তা হলে সেটা অবশ্যই আগে থেকেই ছিল। আর যদি সেটাই হয়, তা হলে আইপিএলে রশিদ খান কি চোট নিয়েই খেলেছিলেন? প্রশ্ন থাকলেও বর্তমানে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। রশিদ খানের অনুপস্থিতিতে আফগান দলের স্পিন বোলিংয়ের পুরো দায়িত্ব থাকবে মহম্মদ নবী, মুজিব উর রহমান ও নুর আহমেদের উপর। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম দু’টি ম্যাচ তিনি খেলবেন না। একইসঙ্গে আফগান বোর্ড জানিয়েছে রশিদ তাদের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। উল্লেখ্য, সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে রশিদ খান গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ২৭ উইকেট নিয়েছেন। পার্পল ক্যাপের তালিকায় তিন নম্বরে থেকে মরসুম শেষ করেছেন রশিদ।

গব্বরের দিন শেষ নয়!

বিশ্বকাপের দলে আবার দেখা যাবে ধাওয়ানকে!

মুম্বই, ১ জুনঃ চলতি বছর একদিনের বিশ্বকাপে তৃতীয় ওপেনার হিসেবে ভারতীয় দলে জায়গা পেতে পারেন শিখর ধাওয়ান। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতির মাঝেই একদিনের বিশ্বকাপ নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার খবর। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এর ফাইনালে প্রস্তুতি ছাড়াও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে শুরু হয়েছে। সাদা বলে বিশ্বকাপের জন্য এনসিএতে একটা প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চলছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বিশ্বকাপের জন্য কুড়ি-বাইশ জনের একটা প্রাথমিক স্কোয়াড বেছে রাখা হচ্ছে বলে খবর। সেখানেই খবর, শিখর ধাওয়ান বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকে পড়েছেন। বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার সঙ্গে যে শুভমান গিল ওপেন করবেন, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তৃতীয় ওপেনার হিসাবে প্রাথমিকভাবে শিখরকে ভাবনায় রাখা হয়েছে। কারণ লোকেশ রাহুল খুব সম্ভবত মিডল অর্ডারে ব্যাট করবেন। অন্তত এখনও পর্যন্ত সেরকমই ভাবনা রয়েছে। যদিও আলোচনায় যশস্বী জয়সওয়ালের নামও রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো অভিজ্ঞতার বিচারে দিল্লির ব্যাটার সুযোগ

পেতে পারেন। ঋষভ পন্থ চোট সারিয়ে পুরো সুস্থ হয়ে আদৌ বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না, সেটা নিয়ে ভালরকম অনিশ্চয়তা রয়েছে। যদিও ঋষভ মনে করছেন, আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। সেটা হলে এরকম। না হলে এখনও পর্যন্ত যা ঠিক আছে, তাতে লোকেশ রাহুলকেই উইকেটকিপারের ভূমিকায় দেখা যাবে। আর কেএল খুব সম্ভবত মিডল অর্ডারে ব্যাট করবেন। তাই রোহিত আর শুভমানের পর তৃতীয় ওপেনার হিসাবে শিখরকেই আপাতত ভেবে রাখা হয়েছে বলেই বিসিসিআই সূত্রে খবর। ধাওয়ান সম্প্রতি ভারতীয় ওয়ান ডে কিংবা টি-টোয়েন্টি টিমে না থাকলেও বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে তাঁকে রাখা হয়েছে। বোর্ডের একাংশের মতামত, শিখর বিশ্বকাপের ভাবনায় রয়েছেন বলে, তাঁকে চুক্তির তালিকায় রাখা হয়েছে। আসলে রোহিত কিংবা শুভমানের বিকল্প হিসাবে শিখর ছাড়া কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশান কিষাণকে মাঝে ভাবা হয়েছিল। ওয়ান ডে ডাবল সেঞ্চুরিও হয়েছে ঝাড়খণ্ডের এই তরুণ উইকেটকিপারের। কিন্তু তার পরবর্তী সিরিজগুলোতে এমন কিছু করতে পারেননি যে টিম ম্যানেজমেন্টকে খুব সন্তুষ্ট করেছে। তাছাড়া অনেকেই মনে করছেন বিশ্বকাপে তৃতীয় ওপেনার হিসাবে ঈশানকে ভাবা হলে, সেটা ঝুঁকির হয়ে যেতে পারে। বরং শিখরের উপর একটা মহলের ভালরকম আস্থা রয়েছে। তাছাড়া আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতীয় ওপেনারের রেকর্ড বরাবরই খুব ভাল। এবার আইপিএলেও দারুণ ছন্দে ছিলেন। তাছাড়া প্রচণ্ড অভিজ্ঞ। কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা শিখর খুব ভাল রকম জানেন। বিশ্বকাপের চাপ সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বিশ্বকাপের ভাবনায় যে শিখর ভালরকম রয়েছে, সেটা বলে দেওয়াই যায়।

মুম্বইয়ের রাস্তায় ধোনি, অস্ত্রোপচারের আগে মনের জোর বাড়াতে কী করলেন?

মুম্বই ১ জুনঃ গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে পঞ্চম বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। সেই আনন্দের রেশ এখনও কাটেনি। তারই মাঝে দুশ্চিন্তায় সিএসকে ও ধোনি ভক্তরা। আসলে এ বারের আইপিএলে হাঁটুর চোট নিয়েই খেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। নি-ক্যাপের উপর ভরসা করে প্রতিটি ম্যাচেই মাঠে নেমেছিলেন ধোনি। সারা মরসুম জুড়ে সিএসকে কোচ, ও দলের কর্তাদের কাছ থেকে তাঁর হাঁটুর চোটের খবর পাওয়া গিয়েছিল। এ বার আইপিএলের পালা শেষ। এ বার সেই হাঁটুর চোটের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান ধোনি। তাই অস্ত্রোপচার করাতে পারেন মাহি। সিএসকে ১৬তম আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই জানা গিয়েছিল, ১ জুন মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানি হাসপাতালে ধোনি ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে জানা গেছে। সদ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় মাহির এক ছবি ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে তিনি একটি গাড়ির ভেতরে বসে আছেন।

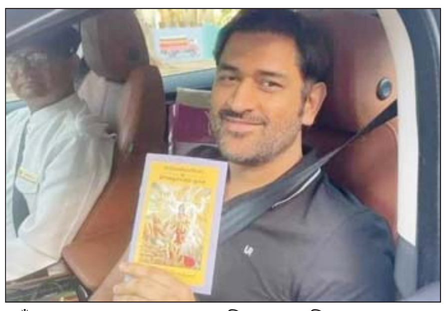

তাঁর হাতে রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই মাহির অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন গীতা হাতে কোথায় চললেন ধোনি? এই ছবি ভাইরাল হওয়ার পর ধোনির ভক্তরা কমেন্টের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। টুইটারে একজন লেখেন, ‘এই জন্য মাহি এত শান্ত থাকেন।’ গীতা হাতে মুম্বইয়ের রাস্তায় মাহির ছবিতে অপর একজনের কমেন্ট, ‘আধ্যাত্মিক মোডে এমএসডি।’ ধোনি হাঁটুর অস্ত্রোপচার করাবেন কিনা সেই বিষয়ে সিএসকের সিইও কাশী বিশ্বনাথন বলেন, ‘‘মহেন্দ্র সিং ধোনি ডক্টর পারদিওয়ালার (যিনি ঋষভ পন্থের চিকিৎসা করছেন) সঙ্গে দেখা করেছেন। হাঁটুর চোটের জন্য অস্ত্রোপচার করা দরকার কিনা, এই বিষয়ে ও চিকিৎসকদের পরামর্শ নেবে। তারপর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। রিপোর্ট আসার পর বোঝা যাবে চিকিৎসকরা ধোনিকে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দেবেন কিনা। অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি ধোনিরই থাকবে।’’

চেন্নাইকে চ্যাম্পিয়ন বানানো ব্যাট অজয় মণ্ডলকে উপহার দিলেন জাডেজা

চেন্নাই, ১ জুনঃ দিন দু’য়েক আগে ১৬তম আইপিএল শেষ হয়েছে। মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ও গুজরাট টাইটান্স। হার্দিকের দলকে হারিয়ে পঞ্চম বার আইপিএল ট্রফি নিয়ে গিয়েছে ইয়েলোব্রিগেড। চেন্নাই সুপার কিংসের সকল সমর্থকদের মনে আইপিএল ফাইনালে রবীন্দ্র জাডেজার মারা ২টি শটের দৃশ্য এখনও টাটকা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাটের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচের শেষ ওভারে পরপর ১টি ছয় ও ১টি চার মারেন জাডেজা। আর যে ব্যাটে শেষ বলে চার মেরে সিএসকেকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিলেন জাডেজা, তা তিনি নিজের কাছে রাখলেন না। বেশিরভাগ ক্রিকেটাররা ফাইফার (৫ উইকেট নেওয়া) নেওয়া বল, সেঞ্চুরি করা ব্যাট বা ম্যাচ জেতানো ব্যাট নিজের কাছে রাখা পছন্দ করেন। কিন্তু জাডেজা উল্টো পথে হাঁটলেন। জাডেজা তাঁর ম্যাচ জেতানো ব্যাটটি অজয় মণ্ডলকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর

অনেকেই খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন যে অজয় মণ্ডল কে? ২৭ বছরের বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার অজয় মণ্ডল। তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএলজয়ী দলেরই সদস্য। অনেকেই হয়তো এই তথ্য জানেন না। আসলে অজয় মণ্ডল ছত্তিশগড়ের ক্রিকেটার। এই অলরাউন্ডারকে ২০ লক্ষ টাকায় নিলাম থেকে কিনেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। যদিও কোনও ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পাননি তিনি। তবে ধোনি-জাডেজাদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করতে পেরে অজয় আপ্লুত। ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে অজয় নিজেই জাডেজার উইনিং শট মারা ব্যাটটি উপহার পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তিনি ব্যাটটির ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘আশা করি ফাইনালে স্যর রবীন্দ্র জাডেজার শেষ ২ বলে ১০ রান করার কথা আপনাদের সকলের মনে আছে। ম্যাচের পর সেই ব্যাটটি তিনি আমাকে আশীর্বাদ হিসেবে দিয়েছেন।’ একইসঙ্গে ওই তরুণ জাডেজার সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করতে পারার জন্য সিএসকে ফ্র্যাঞ্চাইজিকেও ধন্যবাদ জানান।

পিএসজি ছাড়ছেন মেসি

প্যারিস, ১ জুনঃ এই মরসুমই শেষ। তার পরেই ফরাসি ক্লাব প্যারিস সঁ জ্যাঁ ছাড়ছেন লিয়োনেল মেসি। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের কোচ ক্রিস্টোফ গালতিয়ে। প্যারিস ছাড়লেও মেসি কোন ক্লাবে যাবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। বৃহস্পতিবার পিএসজি কোচ গালতিয়ে বলেছেন, ‘‘ফুটবল ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়কে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। শনিবার ঘরের মাঠে ক্লেমন্টের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলবে লিয়ো।’’ মে মাসের শুরুতেই প্রথম মেসির পিএসজি ছাড়ার কথা জানা

গিয়েছিল। লিয়ো যে ক্লাবে থাকবেন না তা পিএসজিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মেসির বাবা ও এজেন্ট জর্জে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেছেন জর্জে। তবে মেসি কোন ক্লাবে যোগ দেবেন সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায়নি। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল ও মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামি মেসিকে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তালিকায় রয়েছে মেসির প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনাও।

একাদশে নেই তারকা স্পিনার!

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ-ফাইনালে এই কম্বিনেশন কতটা ভালো?

লন্ডন, ১ জুনঃ আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। সাদা জার্সিতে লাল বলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব। লন্ডন ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। উদ্বোধনী সংস্করণে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এ বার ফাইনালে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে ভারতের পারফরম্যান্স অনবদ্য। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও ফল ভারতের পক্ষেই যাক, এমনটাই প্রত্যাশা ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের। বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটারের না থাকা ভারতের জন্য কিছুটা হলেও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে অবশ্য প্রত্যাশায় ভাটা পড়েনি। ভারতের একাদশ কী হবে, তা অনেকটাই অনুমান করা যায়। কিন্তু দু-দলের মিলিত সেরা কম্বিনেশন কী হতে পারে এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা। আইসিসি রিভিউতে মিলিত একাদশের কথা জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হোসেন। তাঁর মিলিত একাদশে জায়গা হয়নি তারকা স্পিনারের! যা অবাক করার মতোই। ভারতীয় দলে রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন

রয়েছেন। তেমনই অজি দলে রয়েছেন নাথান লিয়ঁ। নাসের হোসেন যে মিলিত একাদশ বানিয়েছেন তাতে ভারতের থেকে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র চারজন। তাঁর একাদশে জায়গা হয়নি রবীন্দ্র জাডেজা কিংবা নাথান লিয়ঁর মতো তারকা স্পিনারের। **নাসের হোসেন যে একাদশ গড়েছেন-** রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ, বিরাট কোহলি, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, মহম্মদ সামি। আইসিসি রিভিউতে তিনি যে একাদশ গড়েছেন, তাতে মাত্র একজন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁকে রাখার কারণ হিসেবে বলছেন, ‘‘রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ব্যাটিংয়ের হাতও খুব ভালো। ৮ নম্বরে ওর মতো ব্যাটার থাকলে সেটা খুবই পজিটিভ দিক।’’

ইউরোপা লিগে সেভিয়ার সপ্তম শিরোপা

পাওলো দিবালার দারুণ গোলে এগিয়ে গিয়ে ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না রোমা। নিজেরাই নিজেদের জালে পাঠাল বল। এরপর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে লড়াই জমে উঠল, অসংখ্য ফাউলের ঘটনায় ছড়াল বাড়তি উত্তাপ। কিন্তু আর কোনো গোলের দেখা মিলল না। ১২০ মিনিটের খেলা শেষে টাইব্রেকারে মিলল বিজয়ীর দেখা। আরও একবার ইউরোপা লিগ জয়ের উচ্ছ্বাসে ভাসল সেভিয়া।

বুদাপেস্ট, ১ জুনঃ হাঙ্গেরির পুসকাস অ্যারেনায় বুধবার রাতের ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে ৪-১ গোলে জিতেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ১-১ গোলের পর অতিরিক্ত সময়ও ওই স্কোরলাইনে শেষ হয়। টাইব্রেকারে সেভিয়ার চার জন শট নিয়ে সবাই পান সাফল্য। আর অসাধারণ সেভ করে নায়ক বনে যান তাদের গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো। রোমার মাত্র একজন জালের দেখা পান, ব্রায়ান ক্রিস্তান্ত। তাদের দ্বিতীয় শট নেওয়া জানলুকা মানচিনির প্রচেষ্টা পা দিয়ে রুখে দেন বোনো। ইবানেসের শটেও ঠিক দিকে লাফ দেন তিনি, বলে অবশ্য হাত লাগাতে পারেননি, পোস্টে লাগে বল। সেভিয়া এগিয়ে যায় ৩-১ এ। তাদের চতুর্থ শুটার গনসালো মনতিয়েলের শট পোস্টে লাগলে ক্ষনিকের জন্য আশা জাগে রোমার। তবে শট নেওয়ার আগেই গোলরক্ষক রুই পাত্রিসিও গোললাইন থেকে এগিয়ে যাওয়ায় আবার শট নেওয়ার সুযোগ পান মনতিয়েল। এবার কোনো ভুল নয়। বল জড়ায় জালে, শিরোপা জয়ের উৎসব শুরু হয় সেভিয়ার। ইউরোপের দ্বিতীয় সেরা এই প্রতিযোগিতায় সেভিয়া আগে ছয়বার ফাইনালে উঠে প্রতিবারই ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিল। ফাইনালে শতভাগ সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখল তারা। অন্যদিকে, রোমার কোচ জোসে মরিনিয়ো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় আগে পাঁচবার ফাইনালে উঠে প্রতিবারই পেয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ। এবার তাকে ফিরতে হলো খালি হাতে, মন বেজার করে। ম্যাচের আগে ফেভারিট প্রশ্নে প্রতিপক্ষকে এগিয়ে রাখেন ‘স্পেশাল ওয়ান’ মরিনিয়ো। তবে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন তিনি ইতিহাস গড়ার প্রত্যয়।

শুরুটাও হয় তাদের আশাব্যঞ্জক। দুই ডিফেন্ডারের বোঝাপড়ায় দ্বাদশ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পায় দলটি। ডি-বক্সে ডান দিক থেকে কাটব্যাক করেন মেহমেত সেলিক, ফাঁকায় পেয়ে যান লিওনার্দো স্পিনাস্‌সোলা কিন্তু গোলরক্ষক সোজাসুজি শট নিয়ে হতাশ করেন তিনি। ৩৫তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে যায় রোমা। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে সেভিয়ার ইভান রাকিটিক পজেশন হারান, বল ধরেই মানচিনি দারুণ পাসে খুঁজে নেন দিবালাকে। দুই ডিফেন্ডারের মধ্য দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে দলকে উচ্ছ্বাসে ভাসান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। ৪৪তম মিনিটে বাড়তে পারতো ব্যবধান। ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন দিবালা, দারুণ পজিশনে বল পান লরেন্সো পেল্লেগ্রিনি। কিন্তু শট নিতে দেরি করেন তিনি, পরে ডাইভ দিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন এই ইতালিয়ান মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধে সেভিয়ার আক্রমণভাগ তেমন আলো ছড়াতে পারেনি। রোমার রক্ষণও ছিল বেশ জমাট। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ দিকে দূর থেকে চেষ্টা করেন রাকিটিক। কিন্তু তার জোরাল শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্ট এড়াতে পারেনি। বিরতির পর চাপ বাড়ায় সেভিয়া। এরই মাঝে ৫৫তম মিনিটে ভুলটা করে বসেন ডিফেন্ডার মানচিনি। হেসুস নাভাসের একটি বিপজ্জনক ক্রস হেডে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠান তিনি। স্বস্তির সমতায় ফেরে সেভিয়া। ৬৭তম মিনিটে দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট হয় রোমার। প্রথমে ট্যামি আব্রাহামের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর কাছ থেকে ইবানেসের শট হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। আট মিনিট পর রোমার ডি-বক্সে তাদের ডিফেন্ডার ইবানেসের ট্যাকলে লুকাস ওকাম্পোস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। প্রবল প্রতিবাদ জানায় রোমার খেলোয়াড়রা, ডাগআউটে মরিনিয়ো। ভিএআর মনিটরে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে মুহূর্তের ব্যবধানে তিনটি ভালো সুযোগ পায় সেভিয়া। কিন্তু কেউ কাজে লাগাতে না পারলে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত প্রথম ১৫ মিনিটে কোনো দলই পারেনি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে। এই পর্বের দ্বিতীয়ার্ধও কেটে যাচ্ছিল সেভাবে। যোগ করা সময়ও পেরিয়ে যায় ১০ মিনিট। একেবারে শেষ মুহূর্তে সুযোগ পেয়ে যায় রোমা কিন্তু ইংলিশ ডিফেন্ডার ক্রিস স্মলিংয়ে হেড ক্রসবারে বাধা পায়। ৪০ ফাউলের (সেভিয়া ২১, রোমা ১৯) ঘটনায় বারবার ছন্দপতন এবং বাড়তি দৈর্ঘ্যের লড়াই শেষে শুরু হয় টাইব্রেকার। যেখানে স্নায়ুচাপ সামলাতে ব্যর্থ রোমা। তাতে আরও একবার বিজয়ীর বেশে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন সেভিয়া।

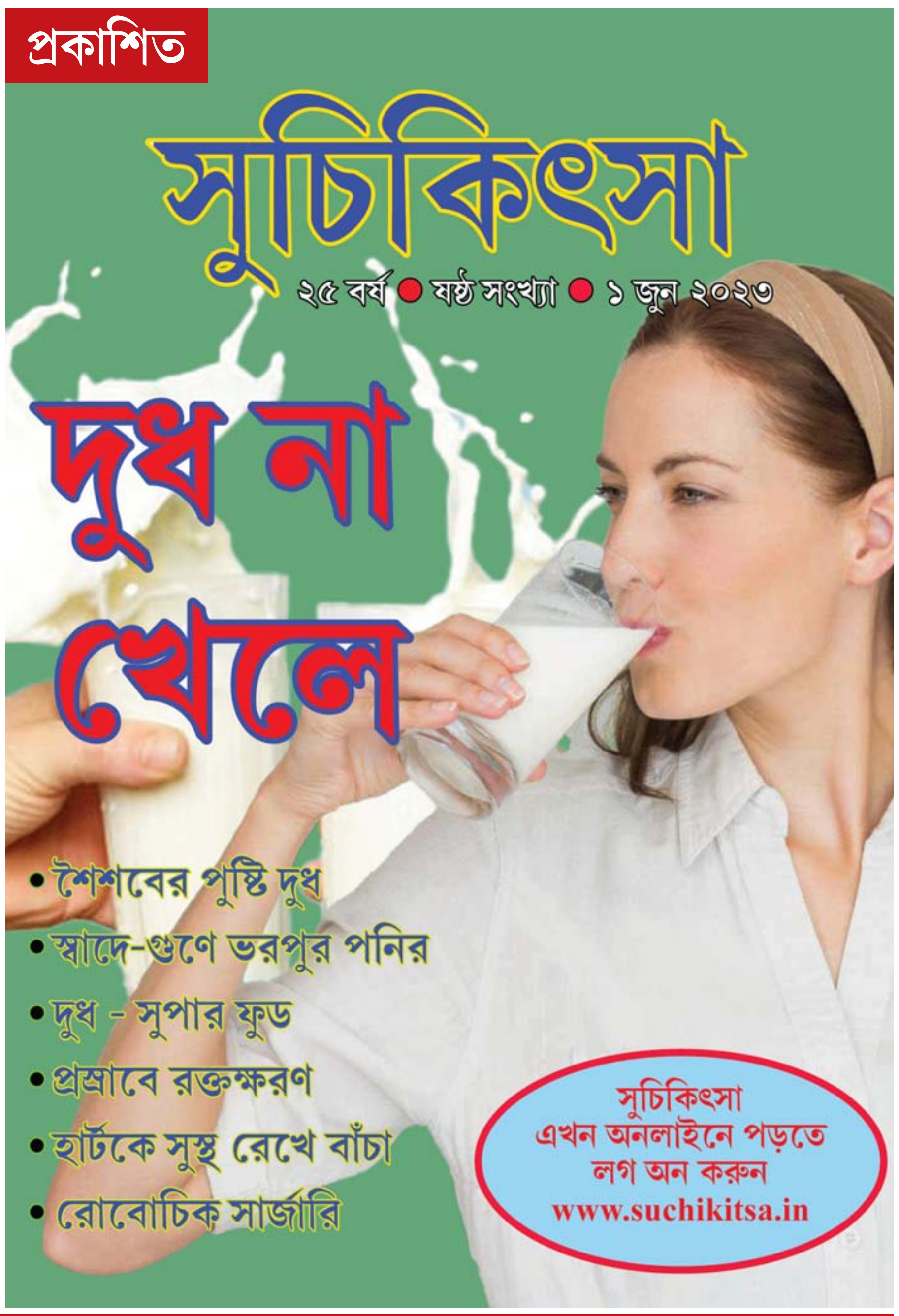

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501